NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ চরণসেবা, ধর্মপালনের এক কালো অধ্যায়

ছবি নিয়ে ব্ল্যাকমেল, আত্মঘাতী তরুণী ৬

কলকাতা ৫ অগস্ট ২০২৪ ২০ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 5.8.2024, Vol.18, Issue No. 57 8 Pages, Price 3.00

রবিবারও বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ল ডিভিসি ● জেলায় বাড়ছে প্লাবনের আশঙ্কা

‘ম্যানমেড’ বন্যা সামালে হেমন্তকে ফোন মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার নতুন করে আরও এক লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিভিসি। এদিন সকালে সেই জল ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলার বন্যা পরিস্থিতি ‘ম্যান-মেড’। ঝাড়খণ্ডের তেনুঘাট থেকে আচমকা প্রচুর জল ছাড়ায় প্লাবিত হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। রবিবার বিষয়টি নিয়ে পড়শি ‘বন্ধু’ রাজ্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে কথা বলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

ডিভিসির জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে শনিবারই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল নবান্ন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাতে বাংলায় বিপদের আশঙ্কার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ নবান্নের বার্তার পরের দিন নতুন করে আবার জল ছাড়া শুরু হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের বাঁধ থেকেও ছাড়া হয়েছে বেশ খানিকটা জল।

রবিবার সকালে মাইথন জলাধার থেকে ছ’হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে, যা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য এই পরিমাণ জল প্রতিদিনই ছাড়তে হয়। ফলে এটি অস্বাভাবিক না হলেও,পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। রবিবার ওই জলাধার থেকে ১ লক্ষ ১৪ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। ফলে মাইথন এবং পাঞ্চেত মিলিয়ে মোট ছাড়া জলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার কিউসেক। রবিবার সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত এই জল ছাড়া হয়েছে বলে খবর।

মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে ছাড়া জল দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারেজে এসে জমা হয়। তাতে জলের চাপ বাড়ায় রবিবার সেখান থেকেও জল ছাড়তে শুরু করেছে। সকাল ৯টা পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ৯২ হাজার ৬৭৫ কিউসেক জল ছাড়ার কথা জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার।

বাংলার বন্যা পরিস্থিতি ‘ম্যান-মেড’। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘এখনই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনজির সঙ্গে আমার কথা হল। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হল। ঝাড়খণ্ডের তেনুঘাট থেকে আচমকা প্রচুর জল ছাড়ার বিষয়টি নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। এই জলে ইতিমধ্যে বাংলা প্লাবিত হতে শুরু করেছে। আমি ওঁকে বললাম, ঝাড়খণ্ডের জলে বাংলায় বন্যা হচ্ছে। যা ম্যান-মেড। বিষয়টির দিকে নজর রাখতে অনুরোধ করেছি।’

নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী গোটা বন্যা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে কথাও বলেছেন তিনি। আগামী ৩-৪ দিন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিকে নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছেন। ঝাড়খণ্ডের ওপরে নিম্নচাপ অবস্থান করছে। তার প্রভাবে ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি চলছে। সেখানকার তেনুঘাট জলাধার থেকে শনিবার দেড় লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছিল। রবিবার সকালেও জল ছেড়েছে তেনুঘাট। এই জল পাঞ্চেত জলাধারে এসে পৌঁছেছে। সেই কারণেই রবিবার পাঞ্চেত থেকে বাড়তি জল ছাড়তে হয়েছে বলে জানাচ্ছেন আধিকারিকেরা।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার রাত পর্যন্ত টানা বৃষ্টি হওয়ায় দামোদর ও বরাকর নদের জল বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শুক্রবার রাতে পাঞ্চেত থেকে প্রায় সাড়ে আট হাজার কিউসেক ও মাইথন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়া হয় বলে ডিভিসি দাবি করে। শনিবারও পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে প্রায় ৩৬ ও ১২ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়া হয় বলে জানান ডিভিসির জনসংযোগ অফিসার। ডিভিসির দাবি, শুক্রবার সারারাত বৃষ্টির জেরে কোনার ও তিলাইয়া জলাধার থেকে প্রচুর জল ছাড়া হয়। তাই মাইথন ও পাঞ্চেতের নিরাপত্তার কথা ভেবে জল ছাড়তে হয়েছে। সেচ দপ্তরের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া ৯০ হাজার কিউসেকের বেশি হলেই চিন্তা বাড়ে নিম্ন দামোদরে বসবাসকারী মানুষজনের। ১ লক্ষ কিউসেক ছাড়িয়ে গেলে ব্যারেজের ছাড়া জলে সরাসরি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে দুর্গাপুর সংলগ্ন বাঁকুড়ার মানাচর, কাঁকসার সিলামপুর, পূর্ব বর্ধমানের গলসির ভরতপুর, রায়না, জামালপুর, খণ্ডঘোষ, হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর, আমতা, হুগলির গোঘাট, খানাকুল প্রভৃতি এলাকা। যদিও নিম্ন দামোদরে খাল, পুকুর ফাঁকা থাকলে প্লাবনের মাত্রা একটু কমে বলে দাবি।

জীবনকৃষ্ণকে তলব ইডিরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার ইডির মুর্শিদাবাদের বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করল ইডি। সূত্রের খবর, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে জীবনকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে সোমবার।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগেই জীবনকৃষ্ণের নাম জড়িয়েছিল। এই মামলায় গত বছর সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও, বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত। সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পাওয়ার পরই ইডি ‘বেআইনি লেনদেন’ সংক্রান্ত বিষয়ে তৎপর হয়। ‘পুকুরে ছুড়ে ফেলা জীবনকৃষ্ণের মোবাইল’ থেকে যে তথ্য পুনরুদ্ধার করা গিয়েছিল, তাতে ‘টাকা ফেরত’ প্রসঙ্গ রয়েছে বলে সিবিআই জানানোর পর এই ঘটনার তদন্তে নামে ইডি। সেই সূত্র ধরেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে জীবনকৃষ্ণকে তলব করা হয়েছে বলে খবর।

এর আগে এই মামলায় তাঁর স্ত্রী টগরী সাহাকে সিজিওতে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। গত বছরের ১৪ এপ্রিল তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণের কান্দির বাড়িতে টানা তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশির ফাঁকে তাঁর ব্যবহৃত দু’টি মোবাইল ফোন বাড়ির পিছনে পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণ। জল থেকে সেই ফোন উদ্ধার করতে বেশ নাকাল হয়েছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তার পর ১৭ এপ্রিল মাঝরাতে কলকাতা থেকে সিবিআইয়ের আরও একটি দল কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে জীবনকৃষ্ণের কান্দির বাড়িতে গিয়ে গ্রেপ্তার করে তাঁকে। লোকসভা নির্বাচনের মধ্যেই গত ১৪ মে জীবনকৃষ্ণের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রায় ১৩ মাস প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি থাকার পর সেখান থেকে জামিন পান বড়ঞার বিধায়ক। তার পরই নিয়োগ মামলায় ইডি ডেকে পাঠাল তাঁকে।

দুর্ভেদ্য গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশ। গ্রেট ব্রিটেনকে টাইব্রেকারে হারিয়ে অলিম্পিক হকির সেমিফাইনালে পৌঁছল দশ জনের ভারত।

মৃত ৯ শিশু

■ রবিবার সকালে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল মধ্যপ্রদেশে। এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন আচমকা এক মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে পড়ে ৯টি শিশুর মৃত্যু হল। আহত হয়েছে অনেকে। রাজ্যের সাগর জেলার শাহপুরের হর্দৌল বাবা মন্দিরের এই দুর্ঘটনায় আহত শিশুদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পোর্শেকাণ্ড কানপুরে

■ পুণের পোর্শেকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি কানপুরে এক বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কা স্কুটিচালক মহিলা ও তাঁর ১২ বছরের মেয়েকে। অভিযুক্ত ১৭ বছরের কিশোর। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, গাড়িটি দ্রুতগতিতে এসে স্কুটারটিকে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় তাঁরা প্রায় ২০-৩০ ফুট ওপরে ছিটকে যান।

সংঘর্ষে মৃত ৭

■ উত্তরপ্রদেশে গাড়ি এবং বাসের সংঘর্ষে সাতজনের মৃত্যু। গুরুতর আহত আরও ২৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রবিবার লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি যাত্রিবাহী বাস হঠাৎই ভুল লেন থেকে আসা একটি গাড়ির সঙ্গে ওই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রায় ২০ ফুট গভীর খাদে ছিটকে পড়ে বাসটি।

‘লক্ষ্য’ভ্রষ্ট

■ অলিম্পিক সেমিফাইনালে হার লক্ষ্য সেনের। ডেনমার্কের প্রতিপক্ষের কাছে তিনি হেরে গেলেন ২২-২০, ২১-১৪ ব্যবধানে। দ্বিতীয় বাছাই ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনের কাছে স্ট্রেট সেটে হেরে যান তিনি। তবে সোমবার মালয়েশিয়ার লি জি জিয়ার বিরুদ্ধে ব্রোঞ্জ মেডেলের ম্যাচে নামবেন লক্ষ্য।

হুমকি-বচনে মন্ত্রিত্বহারা অখিল গিরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহিলা রেঞ্জারকে হুমকির ঘটনায় দলের নির্দেশে মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন অখিল গিরি। কারামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা ঘোষণার পর সরকারি গাড়িও ছাড়লেন তিনি। ইমেলে পদত্যাগের পর সরকারি গাড়ি ছাড়েন তিনি।

পদত্যাগের পর অখিল গিরি সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, ‘দলের নির্দেশ মেনে নিয়েছি, পদত্যাগ করছি মন্ত্রিত্ব থেকে। আগামিকাল কলকাতায় গিয়ে পদত্যাগপত্র দিয়ে আসব। সুব্রত বক্সি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সারাক্ষণ টিভি দেখে, পদত্যাগ করতে বলেছেন। আমি পদত্যাগ করে সাধারণ মানুষের পাশে থাকব। আমি বিধায়ক থাকব, আমি জনপ্রতিনিধি হিসেবে লড়াই করব। ২.৪৫-এ সুব্রত বক্সি নিজে ফোন করে আমাকে পদত্যাগ করতে বলেছেন। আমি লিখে ফেলেছি, পাঠানো হয়নি পাঠিয়ে দেব। কালকে হার্ড কপি পাঠাব। আমি কোনও ভাবে মন্ত্রিত্ব ছাড়ার ব্যাপারে অনুতপ্ত না।’

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাজপুরে বন দফতরের জায়গায় দোকান বসানোকে কেন্দ্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল গোটা এলাকা। মহিলা রেঞ্জ অফিসারকে কুকথা কথা বলে রাজ্য রাজনীতির চর্চায় উঠে এসেছিলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি। মহিলা বন আধিকারিককে প্রকাশ্যে কুকথা বলায় কারামন্ত্রীকে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেয় তৃণমূল। সুব্রত বক্সী জানিয়ে দেন সেকথা। পরে অখিল সে দিনের ঘটনার জন্য দুখপ্রকাশ করেন।

রবিবার তিনি বলেন, ‘আমি রেগে গিয়ে উত্তেজিত ভাবে যে কথা বলেছি সেটা উচিত নয়। একজন আধিকারিককে যে কথা বলেছি সেটা আমার উচিত হয়নি। তবে এই পরিস্থিতি আমি যদি না হাতে নিতাম তা হলে অন্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যেত ওখানে।’

মহিলা রেঞ্জারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের পাশাপাশি হুমকি দিয়ে বিতর্কে জড়ান রামনগরের তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরি। দল স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কোনও ভাবেই এই আচরণ রেয়াত করা হবে না। সূত্রের খবর, সুব্রত বক্সি জানিয়ে দেন, অখিল গিরিকে পদত্যাগ করতে হবে এবং ওই মহিলা আধিকারিকের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এরপরই অখিল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন মন্ত্রিত্ব তিনি ছেড়ে দেবেন। তবে ক্ষমা চাইবেন না।

বিরোধীদের বক্তব্য, একজন মহিলাকে প্রকাশ্যে নোংরা ভাবে আক্রমণ করার পরও দম্ভ এতটুকুও কমেনি রামনগরের তৃণমূল নেতার। এদিনই বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিল বলেন, ‘আমার রাজনৈতিক জীবনে কোনওদিন আধিকারিকের কাছে ক্ষমা চাইনি। আমার ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।’

এরপরই জানা যায়, অখিল গিরি ইমেল মারফত নিজের পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। সোমবার পদত্যাগের ‘হার্ড কপি’ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় কাঁথির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে আঠিলাগড়ি এলাকায় অখিল গিরির বাড়ির সামনে থেকে দুধসাদা সরকারি গাড়িটি উধাও। অথচ নীলবাতির গাড়িটি দিনভর অখিল গিরির বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে। সূত্রের খবর, সরকারি গাড়ির চালক গাড়িটি নিয়ে চলে যান। রবিবার দপ্তর বন্ধ থাকায় সোমবার তা বুঝিয়ে দেবেন।

হিংসার আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ, বলি ৮৮

ঢাকা, ৪ অগস্ট: আরও জটিল হচ্ছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি। রবিবার বাংলাদেশে মৃত্যু হয়েছে ৮৮ জনের। এঁদের মধ্যে ১৪ জন পুলিশকর্মী রয়েছেন। সোমবার থেকে তিন দিন ছুটি বাংলাদেশে। রবিবার ঘোষণা করল শেখ হাসিনার সরকার। প্রধানমন্ত্রী হাসিনা হিংসা দমনে জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বলেই খবর। রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কারফিউ জারি করা হয়েছে বাংলাদেশে।

রবিবার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন ঘিরে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বাংলাদেশের শাসকদল আওয়ামি লিগ এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান আন্দোলনকারীরা। ফের হিংসার আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে কোটা বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত প্রতিবাদীরা। এই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ডাকা বিক্ষোভ ঘিরে একাধিক জায়গায় সংঘর্ষ হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, রবিবার বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় সোমবার থেকে তিন দিন ছুটি ঘোষণা করেছে শেখ হাসিনার সরকার। রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে কারফিউ জারি করা হয় বাংলাদেশে। বন্ধ করা হয় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইনস্টাগ্রাম

বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঢাকা সহ সব বিভাগীয় সদর, সিটি করপোরেশন, পুরসভা, শিল্পাঞ্চল, জেলা সদর এবং উপজেলা সদরে তা বলবৎ করা থাকবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জনসংযোগ আধিকারিক মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ। অন্যদিকে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন তাঁরা বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলি আরাফত। সিলেটে বসবাসকারী ভারতীদের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলেছে ভারত সরকার।

প্রসঙ্গত, কোটা সমস্যা মিটলেও আন্দোলনের আগুন নেভেনি বাংলাদেশে। একাধিক দাবিতে নতুন করে ছাত্র আন্দোলনে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের একাধিক এলাকা। চট্টগ্রামে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর বাড়িতে হামলা পড়ুয়াদের। চট্টগ্রামের সাংসদ মো. মহিউদ্দিনের কার্যালয়েও আগুন ধরানোর অভিযোগ পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। শনিবার কুমিল্লায় একাধিক দাবিতে পড়ুয়াদের আন্দোলনে গুলি চালানোর অভিযোগের খবর মিলেছে।

সূত্রের খবর, জামালপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাই, কুমিল্লা-সহ দেশের একাধিক এলাকায় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গোটা ঘটনার পিছনে নিষিদ্ধ জামাত ও বিরোধী দল বিএনপির হাত দেখছে বাংলাদেশ সরকার।

সম্প্রতি কোটা আন্দোলনের জেরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ। হিংসায় মৃত্যু হয় ১৯৭ জনের। আদালতের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধের কোটা ছেঁটে ফেলে সংরক্ষণ ৫৬ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। এরপরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। নতুন করে ৯ দফা দাবিতে শুরু হয়েছে আন্দোলন।

এক বছরে সাড়ে ৬ কোটি টাকা জমা পড়েছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সংস্থায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক বছরে নগদে সাড়ে ৬ কোটি টাকা জমা পড়েছিল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সংস্থায়। প্রায় কোটি টাকা জমা করেছিলেন আনিসুরের ভাই আলিফনুরও। সম্প্রতি রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে এমনই চাঞ্চল্যকর নথি উঠে এসেছে। তবে কী সূত্রে এই বিপুল টাকা সংস্থার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে ইডি।

সূত্রের খবর, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ এক চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের অফিসে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। সেই অফিসের কম্পিউটারে মেলে জ্যোতিপ্রিয়র সংস্থার ব্যালান্স শিট। সেখানে দেখা যায় ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষে বালুর সংস্থা ই.এইচ গ্রুপ অফ কোম্পানিতে নগদে জমা পড়ে ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে আনিসুরের ভাই আলিফনুর ওই একই অর্থ বর্ষে ই.এইচ গ্রুপের কোম্পানিতে নগদে ৯৪ লক্ষ টাকা জমা করেন।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক-সহ বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বাকিবুর রহমানও। গত বৃহস্পতিবার সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছিল দেগঙ্গার তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর ভাই আলিফকে। দুপুর ১২ টা নাগাদ তাঁরা হাজিরা দেন। টানা ১৪ ঘণ্টা জেরা করা হয়। তারপর রাতে তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে ইডি। সূত্রের খবর, জ্যোতিপ্রিয় ও বাকিবুরের সঙ্গে যোগ নিয়ে মুখ খোলেননি ধৃতরা। এবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সংস্থা সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য এল তদন্তকারী সংস্থার হাতে।

অগস্ট থেকে চালু হয়ে গেল সম্পত্তি কর ছাড়ের নয়া নীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: অগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকেই কলকাতা পুরসভায় উঠে গেল সম্পত্তি কর ছাড়ের বাড়তি সুবিধা। চালু হয়ে গেল কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি করে ওয়েভার বা ছাড়ের নয়া নীতি। গত ছয় বছর ধরে কর ছাড়ের যে সুবিধা কলকাতাবাসীকে দেওয়া হচ্ছিল, তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল এ মাস থেকেই।

উল্লেখ্য, এ বছর ১ এপ্রিল থেকেই নতুন এই কর ব্যবস্থা চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, লোকসভা ভোটের সময় নির্বাচনী আচরণবিধির কারণে তা কার্যকর করা যায়নি। কর নীতির সময়সীমা ৩১ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। সেই সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই নতুন কর নীতি চালু করা হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রের খবর।

এত দিন বকেয়া সম্পত্তি করের উপর বছরভর বিপুল ছাড় দিত কলকাতা পুরসভা। পুরনো কর নীতি অনুযায়ী, সুদের উপর ৫০ শতাংশ এবং জরিমানায় ৯৯ শতাংশ ছাড় ছিল। সারা বছর ধরেই এই কর প্রদানের সুবিধা পেতেন নাগরিকেরা। কিন্তু এখন থেকে আর সেই বিপুল ছাড় মিলবে না। বরং নতুন

নীতি অনুযায়ী যাঁর বকেয়া যত দিন বেশি পড়ে থাকবে, তিনি ততই কম ছাড় পাবেন। কলকাতা পুরসভার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছরের পর বছর ধরে এমন বিপুল কর ছাড় চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই, যাঁরা সম্পত্তি করের টাকা এত দিন দেননি, তাঁদের জন্যই এই নতুন নীতি চালু করা হয়েছে।

২০১৮ সালে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পত্তি করে ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করে কলকাতা পুরসভা। পুরসভা কর্তৃপক্ষের আশা ছিল, এই বিপুল পরিমাণ ছাড় পেলে করদাতারা তাঁদের সব বকেয়া মিটিয়ে দিতে আগ্রহী হবেন। কিন্তু ছাড়ের সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও নাগরিকদের একটা বড় অংশ এখনও বকেয়া মেটাননি। ফলে সম্প্রতি মেয়র পরিষদের বৈঠকে নতুন সম্পত্তি কর নীতি চালুর সিদ্ধান্ত পাশ করানো হয়। পুরনো নীতিতে ছাড় দিয়ে গত ছ'বছরে যে বকেয়া কর বিপুল পরিমাণে আদায় হয়েছে, এমনটা নয়। ফলে নতুন ছাড় চালুর পরেও পরিস্থিতির খুব একটা বদল হবে না বলেই মনে করছেন কলকাতা পুরসভার কর বিভাগের আধিকারিকেরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই আগস্ট। সোমবার, ২০ শে শ্রাবণ। প্রতিপদ তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দোল পূর্ণিমা মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

(মহারাজ নন্দকুমার র ফাঁসি দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ধর্মতলায় জাতীয় পতাকা বিক্রি।

মঙ্গল থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, উত্তরে ফের দুর্যোগের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে ভারী বৃষ্টি চলছে দফায় দফায়। আগামী ক'দিন কেমন থাকবে সে সম্পর্কে আলিপুর আবাহওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। উত্তরবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা। গভীর নিম্নচাপ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকটাই দূরে সরে গিয়েছে। এই গভীর নিম্নচাপ পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরে সরে গিয়ে মধ্যপ্রদেশ সংলগ্ন দক্ষিণ উত্তর প্রদেশের কাছাকাছি অবস্থান করছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু'দিন অর্থাৎ ৪-৫ অগাস্ট হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৬-৮ অগাস্ট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে। আগামী ৬ এবং ৭ অগাস্ট দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা গুলোতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। ৬ অগাস্ট দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এদিকে কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কলকাতার পূর্বাভাস সম্পর্কে কলকাতায় আগামী কয়েকদিন ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে প্রধানত মেঘলা আকাশ। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। ৬-৮ অগাস্ট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে কলকাতাতে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলাতে অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে আগামী পাঁচ দিন (৪-৮ অগাস্ট) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে বাড়বে। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে আগামী পাঁচ দিন উত্তরবঙ্গের এই জেলাগুলোতে। বিশেষ করে ৫-৬ অগাস্ট উত্তরবঙ্গের উপরের ৫ টি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের সতর্কতাবার্তা, পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ। উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর জলস্তর বাড়বে। উত্তরবঙ্গের নিচু এলাকাগুলো প্লাবিত হতে পারে। তবে হাওয়া অফিসের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বৃষ্টির ঘাটতি দক্ষিণবঙ্গে অনেকটাই কমেছে গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে। বৃষ্টির ঘাটতি দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে কমে হয়েছে ২২ শতাংশ। ৬-৮ অগাস্ট আবারও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়। সেই সময় বৃষ্টির ঘাটতি আরও অনেকটাই কমবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।

আলুর দাম বৃদ্ধি র প্রতিবাদে শ্যামবাজারে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ।

অখিল গিরিকে গ্রেপ্তারের দাবি প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : অখিল গিরিকে গ্রেপ্তারের দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। রবিবার সন্ধেয় হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে কাঁকিনাড়া বাজারে বিজেপির তরফে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় যোগ দিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'মহিলা রেঞ্জ অফিসারকে শাসানির অভিযোগে অখিল গিরিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত।' যদিও কারামন্ত্রী অখিল গিরি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করছেন। কিন্তু মহিলা অধিকারিকের কাছে তাঁর ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এদিন কাঁকিনাড়া বাজারের হকারদের দোকানে কালো ঝান্ডা লাগানোর পরামর্শ দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এমনকি, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'সামনেই পুজোর মরসুম। ঠিক তাঁর আগেই হকারদের রুটিরুজি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। হকারদের লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও দোকানপাট ভেঙে দেওয়া হচ্ছে।' পূর্ত দপ্তরের জমিতে থাকা

দোকানপাট কিভাবে পুরসভা উচ্ছেদ করছে, এদিন তা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। তাঁর দাবি, মমতার রাজত্বে লুঠের রাজনীতি চলছে। এদিন তিনি বলেন, একমাস ধরে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বাজারে তাঁরা সভা করবেন। শেষে উচ্ছেদের প্রতিবাদে তাঁরা পুলিশ কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেবেন। এদিন তিনি জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামকেও নিশানা করতে দখা যায় অর্জুন সিংকে। তিনি বলেন, 'কাঁকিনাড়া, জগদ্দলে হকারদের ওপর বুলডোজার চললে বিধায়কের বাড়ি, অফিস তাঁর আত্মীয়ের স্কুলে রেলের বুলডোজার চলবে। কারণ, তাঁর বাড়ি, অফিস এবং আত্মীয়ের স্কুল রেলের জায়গার ওপর রয়েছে।' এদিনের সভায় প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, ভাটপাড়ার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন রায়, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ও সঞ্জয় সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, ভাটপাড়া বিধানসভার আহবায়ক প্রদ্যুৎ ঘোষ প্রমুখ।

পাতিপুকুর আন্ডারপাশ ডুবেছে বৃষ্টির জলে। নাকাল শহরবাসী।

শিল্প-সংস্কৃতির আদানপ্রদানের সংকল্প নিল দুই দেশের সাংবাদিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ইব্রা) ও টেলিভিশন রিপোর্টার্স অব বাংলাদেশ (ট্রাব) ইন্ডিয়া শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল দুই বাংলার সাংস্কৃতিক-সম্প্রীতি শীর্ষক আলোচনা। অনুষ্ঠানে হাজির দুই বাংলার সাংবাদিক ও বিশিষ্ট অতিথিরা সংকল্প নিলেন এপার-ওপারের ভাষা-শিল্প-সংস্কৃতির আদানপ্রদানের। অনুষ্ঠানের শিশুদের নিয়ে তৈরি একটি শর্টফিল্ম 'গোলুদ' প্রদর্শিত হয়। দুই দেশের দুই বরেণ্য ব্যক্তির স্মরণে দুটি তথ্যচিত্রের নির্বাচিত অংশ প্রদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশের বরেণ্য চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক প্রয়াত ফজলুল হকের জীবনী নিয়ে 'দ্য ফ্রন্টার্স ম্যান ফজলুল হক' নামে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। তথ্যচিত্রের পরিচালক শহিদুল আলম সাচ্চু। প্রয়াত ফজলুল হকের পুত্রবধু তথা শিল্পপতি কনা রেজা এদিন প্রয়াত শ্বশুড় হকের স্মৃতিচারণা করেন। এপার বাংলায় তরফে প্রদর্শিত হয় তপশ্রী গুপ্ত পরিচালিত তথ্যচিত্র 'অগ্নিপুরুষ বিনোদ বিহারী'। অবিভক্ত ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্তমান দুটি দেশের মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এক অবিস্মরণীয় সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন বিনোদবিহারী চৌধুরী। ১০২ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর পুত্রের বাসভবনে এক রুদ্ধশ্বাস সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, যা আজও অপ্রকাশিত। সেই সাক্ষাৎকারটি নিয়ে তথ্যচিত্র অগ্নিপুরুষ বিনোদ বিহারী।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাংবাদিক সালাম মাহমুদ, পরিচালক তথা অভিনেতা একধারে নাট্যকার সাজ্জাদ হোসেন দোদুল, নাট্য নির্দেশক তথা অভিনেত্রী নাসরিন হেলালি, বিশিষ্ট টিভি ও চলচ্চিত্র অভিনেতা আবদুন নুর সজল, চলচ্চিত্র প্রযোজক আবুল হোসেন মজুমদার, বিশিষ্ট চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সালমান

হায়দার, স্মার্ট বাংলাদেশ বিজনেস এসোসিয়েশন চেয়ারপার্সন লায়ন আনোয়ারা বেগম নিপা,বাংলাদেশ টেলিভিশনের কণ্ঠশিল্পী রাজিয়া মুন্নি।

ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ হুমায়ুন কবীর, শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, পদ্মশ্রী মাসুম আখতার, তপশ্রী গুপ্ত, অধ্যাপক রাধাতমাল গোস্বামী, ডঃ নটরাজ রায় সহ বহু বিশিষ্টজন।

এরপর দুই বাংলার কৃতী মানুষদের 'ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ সাইনিং পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ড ২০২৪' সম্মান জানানো হয়। সম্মানিত হন চলচ্চিত্র পরিচালক রাজকুমার পাল, প্রকৃতি প্রেমী চিত্রগ্রাহক অনুপম হালদার, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত শিল্পী কুশল চ্যাটার্জী, কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার ও সুরকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক ও লেখক তরুণ রায়চৌধুরী, বাংলা সাহিত্য কবিতার জন্য তাপস মহাপাত্র, চিত্রশিল্পী সোমা কুণ্ডু ও সমীর কুণ্ডু, সোমেন কোলে, অভিনেত্রী ও সংগীত শিল্পী জেনিভা রায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ অগস্ট ২০২৪ ২০ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার

রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতিতে শীর্ষ আদালতে দায় স্বীকার পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতিতে সুপ্রিম কোর্টে এবার দায় স্বীকার করল পর্ষদ। নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে শনিবার সুপ্রিম কোর্টে লিখিতভাবে সাফাই দিল পর্ষদ। অনেকে সুপারিশপত্র পেয়েও স্কুলে যোগদান করেননি। ফলে সেই জায়গায় অন্য একজনকে নিয়োগ করেছে পর্ষদ। তাই একই শূন্যপদে একাধিক নিয়োগপত্র ইস্যু হয়েছে। এমনই দাবি পর্ষদের। এদিকে পর্ষদের তরফ থেকে শীর্ষ আদালতে এও জানানো হয়েছে যে, শূন্যপদের সঠিক হিসাব পর্ষদের কাছে ছিলই না। আর তারই জেরে এই বিভ্রান্তি।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আর সেই মামলায় এসএসসি বারবার নিজেদের 'স্ট্যান্ড পয়েন্ট' অর্থাৎ অবস্থান পরিবর্তন করেছে। অভিযোগ উঠেছিল তেমনই।

শনিবার সুপ্রিম কোর্টে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ লিখিতভাবে জানিয়েছে, নিয়োগ ও সুপারিশের মধ্যে যে গরমিল, তার কারণ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া না থাকা। পর্ষদ জানাল, সঠিক শূন্যপদের তথ্য না থাকার জন্যই বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। তাতেই একই ভ্যাকান্সিতে একাধিক নিয়োগের সুপারিশপত্র দেওয়া হয়েছে। একাধিক নিয়োগ হয়েছে। তবে সুপ্রিম কোর্টে আদৌ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এই যুক্তি ধোপে টেকে কিনা, সেদিকে নজর রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, 'নতুন যুক্তি সুপ্রিম কোর্টে খাড়া করলে হবে না। যে যে যুক্তি ওরা প্রথমদিকে দিয়েছিল তথ্যের ভিত্তিতে, সেটাই গ্রহণযোগ্য। পর্ষদ স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের বাইরে গিয়ে নিয়োগপত্র দিয়েছে। সে তথ্য তো আছেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেদের বাঁচাবার জন্য অনেক যুক্তি খাড়া করতে পারে। সেটা গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয় না।'

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার এসএসসিতে চাকরি বাতিল মামলার শুনানি রয়েছে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চে। তার আগেই সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দেয় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ৩ অগাস্ট মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ৬ পাতার রিপোর্ট জমা দেয় সুপ্রিম কোর্টে। এই রিপোর্টে তাদের দাবি মোট ২৫ হাজার ৮৪৪ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে নবম-দশমে ১৩,০৫৬। একাদশ-দ্বাদশে সহকারি শিক্ষক পদে চাকরি ৫,৭৫৭ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও গ্রুপ-ডি পদে ৪,৫৪৭ ও গ্রুপ-সি পদে ২,৪৮৪ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল।

বাংলা জুড়ে চরম নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'রাজ্যে চরম নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করছেন দখলদারি মুক্ত করতে হবে। যে ভাবে রাজ্যের মন্ত্রী সরকারি মহিলা আধিকারিককে আক্রমণ করলেন সেটা লজ্জার। শাসক দলের আস্থা নেই পুলিশের উপর। পুলিশ আক্রান্ত হচ্ছে। বর্তমান নেতাদের হয়ে পুলিশ যে কাজ করে সেটা লজ্জার ভয়ের তবে পুলিশ আক্রান্ত হচ্ছে সেটা ঠিক নয়', অখিল গিরির মন্তব্য প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বঙ্গ বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য।

প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় জলমগ্ন পরিস্থিতি নিয়েও সোচ্চার হলেন বিজেপি সাংসদ। সঙ্গে এও প্রশ্ন তোলেন, 'খোলা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হচ্ছে সাধারণ মানুষের।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই বিপর্যয়কে রোখার জন্য ১২ বছর কি খুব কম? বাঁধ যেভাবে তৈরি হচ্ছে একটা বর্ষা কাটছে না বার বার বিপর্যয় নামছে।'

এদিকে জিএসটি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ্য বলছে আন্দোলনে নামব। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করেই জিএসটি তৈরি হয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে। এর সঙ্গে কেন্দ্রের কোনও সম্পর্ক নেই। নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢেকে রাখার জন্য এই বঞ্চনার কথা বলছে রাজ্য। জল জীবন মিশন থেকে রাজ্যে সড়ক তৈরিতে কেন্দ্র একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কেন্দ্র বিনিয়োগ করেছে এই রাজ্যে। আবাস যোজনা নিয়ে চূড়ান্ত দুর্নীতিও হয়েছে এই রাজ্যেই। চারটি জাতীয় সড়ক তৈরিতে বরাদ্দ হয়েছিল কেন্দ্রের তরফে। নীতিন গড়কড়িকে এবিষয়ে প্রশ্ন করলে আমাকে জানানো হয়। এবিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়নি কিছুই। একের পর এক প্রজেক্ট ফেলে রেখে দিয়েছে রাজ্য। কেন্দ্রের কোনও প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা সংসদে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করছে তাঁরা কেউ উত্তর দিতে পারছে না যে এরাজ্যে আলু চাষি বা কৃষকদের কেন এই অবস্থা।'

হড়পা বানের টানে নৈহাটি ফেরিঘাট চত্বর থেকে তিনটি গাড়ি গঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেশ ছাড়িয়ে এখন বিদেশেও পৌঁছে গিয়েছে নৈহাটির অরবিন্দ রোডের বড়মা কালির সুখ্যাতি। ভক্তদের বিশ্বাস, কাউকেই খালি হাতে ফেরান না বড়মা। ইদানিং বড়মার টানে দূরদূরান্ত থেকে নৈহাটিতে আসছেন ভক্তরা। বড়মাকে পুজো দিতে এসে ফেরি ঘাটের পাশে অনেকেই গাড়ি পার্কিং করছিলেন।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই নৈহাটির ফেরি ঘাট চত্বরে পার্কিং করা একটা গাড়িকে জলের তীব্র স্রোত গঙ্গায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকে নৈহাটির ফেরিঘাট চত্বরে গাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করেছে বড়মা পুজো কমিটি। এমনকি মাইকিং করেও জানানো হচ্ছে, ফেরি ঘাটের পাশে কেউ গাড়ি পার্কিং করবেন না। বড়মা কমিটির নির্দেশ অমান্য করেই রবিবার পুজো দিতে আসা ভক্তরা তিন-চারটে গাড়ি ঘাট চত্বরে পার্কিং করেছিল। এদিন বেলার দিকে

আচমকা হড়পা বান আসায় ঘাট চত্বর জলে ভেসে যায়। হড়পা বানের জলের তোড়ে তিনটি গাড়ি ঘাট থেকে কিছুটা দূরে গঙ্গায় ডুবে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে তিনটি গাড়িকে টেনে পাড়ে তোলেন। ঘটনাস্থলে এসে বড়মা মন্দির কমিটির সভাপতি তথা নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বড়মার টানে এখন দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা নৈহাটিতে পুজো দিতে আসেন। বড়মা কমিটির তরফে মাইকিং করে বলা হচ্ছে ঘাট চত্বরে গাড়ি পার্কিং করবেন না। তা সত্ত্বেও ভক্তদের কেউ কেউ ঘাট চত্বরে গাড়ি পার্কিং করছেন। এদিন হড়পা বানের তোড়ে তিনটি গাড়ি গঙ্গায় ডুবে গিয়েছিল। স্থানীয়রা গঙ্গায় নেমে সেই তিনটি গাড়িকে টেনে পাড়ে আনেন।'

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভক্তদের সচেতন হবার পরামর্শ দিলেন পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়।

বন্ধ মিল খোলার দাবিতে ভাটপাড়ায় অবরোধ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এক মাস ধরে বন্ধ জগদ্দলের আঙলো ইন্ডিয়া জুটমিল। মিল খোলার দাবিতে রবিবার সকালে মিল গেটের সামনে ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় শ্রমিকরা। বিক্ষোভে শ্রমিক পরিবারের লোকজনও এদিন পথ অবরোধে সামিল হয়েছিলেন। বিক্ষোভের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ৮৫ নম্বর বাস রুট। ভাটপাড়া থানার পুলিশ শ্রমিকদের বুঝিয়ে এক ঘণ্টা বাদে অবরোধ তুলে দেয়। পুলিশ ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়েছে, মিল খোলার ব্যাপারে তারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবে। সন্তোষ কুমার প্রসাদ নামে এক বিক্ষুব্ধ শ্রমিক বলেন, 'একমাস ধরে মিল বন্ধ। অথচ মিল খোলার ব্যাপারে কারও হেলদোল নেই। তাই বিপন্ন শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। পেটের তাগিদে তারা পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন।' অপরদিকে শ্রমিক পরিবারের সদস্যা মাধুরী গুপ্তা

বলেন, 'মজদুররা অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। সামনেই গণেশ পুজো ও দুর্গাপুজোর মতো বড় উৎসব আছে। অথচ কাঁকিনাড়া ও জগদ্দলে অন্যান্য জুটমিলগুলো সপ্তাহে তিন-চারদিন করে চলছে।' অবিলম্বে মিল চালু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিপন্ন শ্রমিকরা। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ৪ জুলাই রাতে মিলের গেটে সাসপেনশন অফ নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় মালিকপক্ষ। পরদিন অর্থাৎ ৫ জুলাই সকালে কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকরা দেখেন নোটিশ ঝুলছে। যদিও সাময়িক বন্ধের নোটিশে উৎপাদনের ঘাটতিকেই দায়ী করেছে মালিকপক্ষ।

প্যারিস অলিম্পিকে টেবিল টেনিসে সুযোগ নৈহাটির ঐহিকার, তবুও আক্ষেপ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের টেবিল টেনিস দলের হয়ে খেলতে গিয়েছে নৈহাটির ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। বিশ্বের ১ নম্বর মহিলা টেবিল টেনিস খেলোয়াড় চিনের সুন ইয়েংসাকে হারিয়েও, অলিম্পিকে সিঙ্গলসে সুযোগ মেলেনি ঐহিকার। মহিলা টিমের হয়ে সিঙ্গেলস খেলেছেন মনিকা বাত্রা ও সৃজা অকুলা। যদিও ভারতীয় মহিলা দলে জায়গা পেয়েছে ঐহিকা। পদক জয়ের স্বপ্নে মেয়ে দেশের হয়ে প্যারিস অলিম্পিকে খেলতে গিয়েছে। তবুও আক্ষেপের সুর শোনা গেল ঐহিকার পিতা অবসরপ্রাপ্ত বিএসএফ কর্মী গৌতম মুখোপাধ্যায়ের গলায়। গৌতম বাবু বলেন, 'গত ২০ জুলাই মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে জার্মানে গিয়েছিল। সেখানে ১০ দিনের ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিল। ২১ জুলাই

মেয়ে প্যারিসে গিয়েছে। সিঙ্গেলসে খেলার সুযোগ না পেলেও, গ্রুপ টিমে মেয়ে খেলবে। তাঁর আক্ষেপ, কোনও স্পন্সরড কিংবা আর্থিক সহযোগিতা পেলে হয়তো মেয়ে সিঙ্গেলসেও সুযোগ পেত।' তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার অথবা নৈহাটি পুরসভা কিংবা বর্তমান সাংসদের তরফে কোনও আর্থিক সহযোগিতা মেলেনি। মেয়ে এখন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। মেয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে চাকরিও পেয়েছে। এবার নিজের খেলার খরচ নিজেই জোগাড় করে নেবে।

অখিলের মন্তব্য নিয়ে মুখ খুললেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অখিলের মন্তব্য নিয়ে এবার মুখ খুলতে দেখা গেল রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। ফিরহাদ জানান, 'আমাদের সবাইকে সহনশীল হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী সব সময় এই কথাই বলেন আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে। যে কোনও সমস্যা ধৈর্যের দ্বারাই নিরাময় হবে। তাই ধৈর্য রাখতে হবে। হয়ত কোনও বিষয়ে আমাদের মাথা অনেক সময় গরম থাকে। কিন্তু তার মধ্যে হলেও আমাদের ধৈর্য্য রেখে সমস্যা সমাধান করতে হবে।' প্রসঙ্গত, বনদফতরের এক মহিলা আধিকারিকের সঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রীর আচরণে তোলপাড় বাংলা। শুধু তাই নয়, ক্ষুব্ধ খোদ সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিলম্বে তাঁর ইস্তফা চেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, এই ঘটনার সূত্রপাত হয় শনিবার। পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুরে বেআইনি দখল উচ্ছেদে গিয়েছিলেন ফরেস্ট অফিসার মনীষা সাউ। সেখানেই যেতেই তাঁকে অখিলের হুমকির মুখে পড়তে হয়। সরকারি আধিকারিককে 'বেয়াদপ, জানোয়ার' বলে উল্লেখ করেন। এখানেই শেষ নয়, হুমকির সুরে এও বলেন, 'ম্যাডাম আপনি সবাইকে নিয়ে চলুন। বেশিদিন থাকতে পারবেন না। আপনার আয়ু ৭-৮ দিন, ১০ দিন। আমি আপনাকে বলছি। বিট অফিসার টফিসার, আমি জানি ফরেস্টের কী কাজ হয়। কত বড় দুর্নীতি আমরা সব জানি। বিট অফিসারের বিরুদ্ধে কী আছে আমি সব জানি। আমি কিন্তু সব ফাঁস করে দেব বিধানসভায়। আপনি আমাকে চেনেন না।'

দুর্গা পুজোর সরকারি অনুদান সম্পাদকের ফার্মের নামে, তুমুল বিতর্ক টিটাগড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দুর্গাপুজোর সরকারি অনুদানের চেক পুজো কমিটির সম্পাদকের ফার্মের নামে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই চেকের ছবি দিয়ে পোস্টও করা হয়েছে। যা নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে টিটাগড় পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেক নগরে। প্রসঙ্গত, বিবেকনগর অধিবাসী বৃন্দের পরিচালনায় দুর্গাপুজো হয়ে থাকে। এবারে বিবেকনগরের সার্বজনীন দুর্গোৎসব ৬৩ তম বর্ষে পদার্পন করেছে। তবে গত বছরের পুজোর সরকারি অনুদান নিয়ে কাজিয়া তুঙ্গে টিটাগড় বিবেকনগরে। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রিন্টু চক্রবর্তী সোশ্যাল মিডিয়ায় গতবারের সরকারি অনুদানের চেক পোস্ট করে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর প্রশ্ন, সরকারি অনুদানের চেক কেন কারও ব্যাক্তিগত ফার্মের নামে হবে? পুজোর সরকারি অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ তুলে কেউ কেউ আবার সরবও হয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী ভট্টাচার্যের স্বামী দেবব্রত ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। যিনি

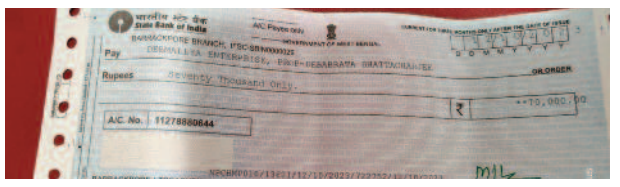

ওই পুজো কমিটির সম্পাদক। প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর ট্রেজারি থেকে পুজোর সরকারি অনুদান বাবদ ৭০ হাজার টাকার চেকটি ইস্যু হয়েছিল গত বছর ১২ অক্টোবর। চেকটি ইস্যু হয়েছিল 'দেবমাল্য এন্টারপ্রাইজের' নামে। ওই ফার্মের মালিক তৃণমূল কাউন্সিলর মৌসুমী ভট্টাচার্যের স্বামী দেবব্রত ভট্টাচার্য। চেক ইস্যু বিতর্ক নিয়ে টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী বলেন, 'পুজো কমিটির নিজস্ব একাউন্ট থাকা সত্ত্বে কারও ব্যক্তিগত একাউন্টের নামে সরকারি অনুদানের চেক ইস্যু হয়েছে। এটা খুব অন্যায় হয়েছে। তবে এটা তদন্তের বিষয়।' অপরদিকে পুজো কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি দেখেছেন তাদের দুর্গা পুজোর সরকারি অনুদান কারও ব্যাক্তিগত একাউন্টে ঢুকেছে। এর বেশি তিনি কিছুই জানেন না। স্বামীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী ভট্টাচার্য বলেন, 'পুজো কমিটির নিজস্ব চেক ফেসিলিটি-সহ ব্যাঙ্কের বই ছিল না। খড়দা থানা থেকে বলা হয়েছিল যদি পুজো কমিটির সম্পাদকের কারেন্ট একাউন্ট থাকে। তাহলে পুজোর সরকারি অনুদান পাওয়া যাবে। অন্যথায় সরকারি অনুদানের চেক ফেরত চলে যাবে।' তাঁর দাবি, পুজো কমিটির সকলের অনুমতি নিয়েই তাঁর স্বামীর কারেন্ট একাউন্টে চেক ইস্যু করা হয়েছিল। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করছেন। তাদের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার হুঁশিয়ারি দিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী ভট্টাচার্য।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর, রাজ্যপালের সাহায্য প্রার্থনা

অশোক সেনগুপ্ত

এক্তিয়ারের প্রশ্নে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মন্তব্যের প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানালেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য ডা. শান্তা দত্ত দে। রবিবার উপাচার্য এই প্রতিবেদকের কাছে শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যের নির্দিষ্ট বিরোধিতা করেন। রাজ্যপালের কাছেও বিশদে জানিয়েছেন। এই প্রথম রাজ্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এভাবে শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যের বিরোধিতা করলেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সরকার-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের (বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য) প্রকাশ্য বিরোধ চলছে। বিষয়টি হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়িয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নয়া উপাচার্য নিয়োগের রূপরেখার নির্দেশ দিয়েছে। এই অবস্থায় শুক্রবার কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে ঘেরাও হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

আসলে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্যর নিয়োজিত অস্থায়ী উপাচার্যদের গোড়া থেকেই মেনে নেয়নি রাজ্যের শিক্ষা দফতর। শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে এ নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূলপন্থী ছাত্রসমিতিও সক্রিয় হয়েছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচারণ করার। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সিন্ডিকেটের বৈঠকে। রাজ্য সরকার এই বৈঠক ডাকার সম্মতি দিচ্ছিল না। শুক্রবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বৈঠক ডাকা হয়।

সূত্রের খবর, উচ্চ শিক্ষা দফতর থেকে সিন্ডিকেটের সদস্যদের বেশ কয়েক জনকে এই বৈঠকে যেতে নিষেধ করা হয়। কর্তৃপক্ষ বৈঠকে অনড় ছিলেন। দুপুর ২টো থেকে নিজের ঘরেই আটকে ছিলেন উপাচার্য। তিনি ও সিন্ডিকেটের কয়েকজন সদস্যকে ভিতরে রেখে বিভিন্ন দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। রাতে অন্তর্বর্তী উপাচার্যের পক্ষ থেকে জোড়াসাঁকো থানায় খবর দেওয়া হয়। বেশি রাতে ক্যাম্পাসে ঢোকে পুলিশ। ছাত্র সংগঠনের প্রবল বিক্ষোভের মধ্যেই উপাচার্য বেরিয়ে আসেন। তাঁর গাড়ির বনেটেও উঠে পড়েন বিক্ষোভকারীরা।

শনিবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী স্কটিশ চার্চ কলেজে একটি অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়। ছাত্ররা কী করেছে সে সম্পর্কে আমি জানেন না। তবে তারা গণমাধ্যমে যে অভিযোগ করেছে তা সঠিক।' রবিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত

দে এবিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য বলে দাবি করা, আইনশৃঙ্খলার পরোয়া না করা দাঙ্গাবাজদের সম্পূর্ণ অনাচারের কাজকে সমর্থন করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর এখন টিএমপিসি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কথিত ছাত্র শাখার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। প্রকৃত সত্যটি হল যে তথাকথিত ছাত্রদের অধিকাংশই বর্তমান প্রকৃত ছাত্র নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কর্মজীবী মানুষ এবং ছাত্র হওয়ার বয়স পেরিয়ে গিয়েছে।' শান্তা দত্ত দে আরও বলেন, 'যদি রাজনৈতিক অস্তিত্ব অপরিহার্যই হয়, রাজনৈতিক দলগুলির এই ধরনের দ্বান্দ্বিক কৌশল বন্ধ করে ছাত্র শাখাগুলিকে শুধুমাত্র ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, সেটা দেখার সময় এসেছে।' অন্যদিকে, শিক্ষামন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, 'উপাচার্য এখনও একটি সরকারি নীল আলোর গাড়ি ব্যবহার করছেন। কিছু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী উপাচার্যের ছদ্মবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে। অবিলম্বে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যাঁরা আদালতের আদেশ উপেক্ষা করে সমস্ত সরকারি সুবিধা নিচ্ছেন, আমি আশা করি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।' এ প্রসঙ্গে শান্তা দত্ত দে বলেন, 'অন্তর্বর্তী ভিসির অব্যাহত থাকার বিষয়ে, অবসরের পরবর্তী বয়স সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, অবসরের বয়স ৭০ বছর। চ্যান্সেলর চূড়ান্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত মাননীয় চ্যান্সেলরের অনুমোদিত অন্তবর্তীকালীন ভিসির কাজ সুপ্রিম কোর্ট স্থগিত করেনি।' এই সঙ্গে অন্তর্বর্তী উপাচার্য বলেন, 'রাজ্য সরকারের সার্চ কমিটি গঠনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে কাজ করার দায়িত্ব প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ইউ ইউ ললিতকে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্থিতাবস্থার আদেশ প্রত্যাহার করা হয়নি। মাননীয় আচার্য অপসারন না করা পর্যন্ত বা স্থায়ী ভিসি নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী ভিসি-রা পদে বহাল থাকার কথা। উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটির অনুশীলন শেষ করে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন/অনুমোদিত উপাচার্যরা বহাল থাকবেন।' আপনি কি সুবিচার চেয়ে আচার্যকে চিঠি দেবেন? প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য জানান, 'আমি জানিয়েছি। সুবিচারের দিন তো একদিন আসবেই।' একইসঙ্গে উপাচার্য আরও বলেন, 'বিক্ষোভকারীরা সিন্ডিকেট বৈঠকের দিন নিচতলায় প্রবেশপথে তালা দিয়েছিল। রহস্যজনক কোনও কারণে পুলিশ দেড় ঘণ্টা নিষ্ক্রিয় ছিল। আমাদের বৈঠক বিকাল ৩টে ৩৫ থেকে রাত ৯টা ৩০ পর্যন্ত ছিল। আমি সেদিন সুন্দরভাবে সিন্ডিকেটের বৈঠক শেষ করেছি। ১৪ জন সদস্য, রেজিস্ট্রার ও ৬ জন অন্য অফিসার হাজির ছিলেন।'

এখনও দেখার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বৈঠকের জল কতদূর গড়ায়।

বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য কলকাতা ও বিধাননগরে বসানো হচ্ছে বিশেষ মেশিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য এবার কলকাতা ও বিধাননগরে বিশেষ মেশিন বসাতে চলেছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। পরে রাজ্যের আরও দুই শহরে তা বসানো হবে বলেও খবর মিলছে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই যন্ত্রে সব ধরনের বর্জ্যই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আলাদা করা যাবে। পচনশীল ও অপচনশীল, দু'ধরনের বর্জ্যের সাহায্যেই তৈরি হবে আরডিএফ।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, আরডিএফ হল কয়লার মতো কালো এক ধরনের বস্তু। যা থেকে জ্বালানি এবং সিমেন্ট তৈরি করা যায়। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কলকাতা ও বিধাননগরে এই যন্ত্র বসানো হলেও ধাপে ধাপে অন্যত্রও তা বসবে। এই প্রসঙ্গে পরিবেশ দপ্তরের এক কর্তা জানিয়েছেন, 'রাজ্যে নতুন করে আর কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড চাইছি না আমরা। তাই বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

এদিকে ইতিমধ্যেই বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য কলকাতা ও বিধাননগর পুরনিগম এলাকায় বছর খানেক আগেই নীল ও সবুজ রঙের বালতি বিলি করা হয়েছে। একটি পচনশীল, অন্যটি অপচনশীল বর্জ্যের জন্য। কিন্তু বাসিন্দাদের একাংশের দু'ধরনের বর্জ্য মিলিয়ে দেওয়ার কারণে পৃথকীকরণে সমস্যা হচ্ছে।

পাশাপাশি পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে বছরে প্রায় ৩ লক্ষ ১৩ হাজার টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টন বর্জ্য পৃথকীকরণ হয়। বাকিটা করা যায় না। অথচ পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন যে, উৎসেই বর্জ্য পৃথকীকরণ না হলে তা ফের ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সে কারণেই বিশেষ যন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তারা জানাচ্ছেন, দুর্গাপুরের 'সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট' থেকে এই যন্ত্র বসানোর ধারণা মিলেছে। মেশিনটির সাহায্যে মিশ্রিত বর্জ্যের মধ্যে প্লাস্টিক থাকলেও তা আলাদা করা সম্ভব হবে। তা ছাড়া, যন্ত্রের সাহায্যে তা গুঁড়ো করাও যাবে। যা দিয়ে তৈরি হবে ওই আরডিএফ। এটি বিক্রি করে অর্থও আসবে। সেই সঙ্গে কমবে বর্জ্যের পরিমাণ, কমবে দূষণ।

সম্পাদকীয়

সংসদে মুখ খুললে প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর নিয়ে ব্যর্থতার দায় নেওয়া ছাড়া কোনও রাস্তাই ছিল না

এই মানুষটিই একদিন সংসদকে 'গণতন্ত্রের মন্দির' আখ্যা দিয়েছিলেন; জীবনে প্রথমবার সংসদ কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন তার দ্বারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে, তার ধূলি মাথায় নিয়ে। আর সেই তিনিই সংসদকে এড়িয়ে চলার খেলায় হয়ে উঠেছেন অপরাজিত! নিয়ম ভাঙার খেলা সর্বদা বিপজ্জনক। মানুষকে ক্রমে বেপরোয়া করে তোলে। প্রবণতাটি নরেন্দ্র মোদির জন্য আরও লাগসই হয়ে গিয়েছে। প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা রক্ষায় তিনি আজ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেলাপি। সুশাসন প্রদানে তাঁর চরম ব্যর্থতা সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ এই জন্যই গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা, সংখ্যালঘু শ্রেণির অধিকার, জাতিগত ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা আজ ভারতজুড়েই চ্যালেঞ্জের মুখে। অপদার্থতা ও একচক্ষু নীতি যখন সরকারি প্রশাসনের অক্লান্ত সঙ্গী তখন দেশবাসীর শেষ ভরসাস্থলের নাম আদালত, বিচারবিভাগ। মোদি জমানায় বিচারবিভাগও বিপন্ন বোধ করছে বইকি! রাজ্যে রাজ্যে রাজভবনগুলির ভূমিকা আর কহতব্য নয়। মোদি সরকারের ব্যর্থতার এক ভয়াবহ ও করুণ ফসলের নাম মণিপুর। মণিপুরকে শান্তিপ্রিয় মানুষের বাসস্থান হিসেবে ফেরানোর সরকারি প্রচেষ্টা আর বিন্দুমাত্র আছে বলে দেশবাসী আর মনে করে না। তাই বিরোধীদের মহাজোট 'ইন্ডিয়া' মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিতর্ক শুরু হওয়ারও কথা ছিল। বাকি সব আপাতত মুলতুবি রেখে, মূলত মণিপুর নিয়েই যে সব বিরোধী দল মোদি সরকারকে পেড়ে ফেলতে মরিয়া হবে, তা বিলক্ষণ জানত সরকার পক্ষ। শুধু ভারতবাসীর নয়, নজর থাকবে আন্তর্জাতিক দুনিয়ারও। এই অনাস্থা প্রস্তাব সরকারকে ফেলে দেবে, এমনটা মনে করছেন না কেউই। কিন্তু আগামী দিনে ভারতবর্ষে কোনও নির্বাচনের আগে সংসদের ভিতরে সরকার যে নাস্তানাবুদ হবে, তা নিয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অনাস্থায় জিতে গেলেও এই জয় যে পরাজয়ের অধিক ম্লান দেখাবে তাতে সন্দেহ কী! এজন্যই কি পরবর্তী অধিবেশনের একেবারে শেষপর্বে মুলতুবি প্রস্তাবের উপর আলোচনাটি রাখা ছিল না? সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করেও একের পর এক বিতর্কিত বিল পাশ করিয়ে নেওয়ার সুযোগ শাসক পক্ষকে দেওয়া হয়েছে। সংসদের এই বেনজির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যাবে।

শব্দবাণ-৭

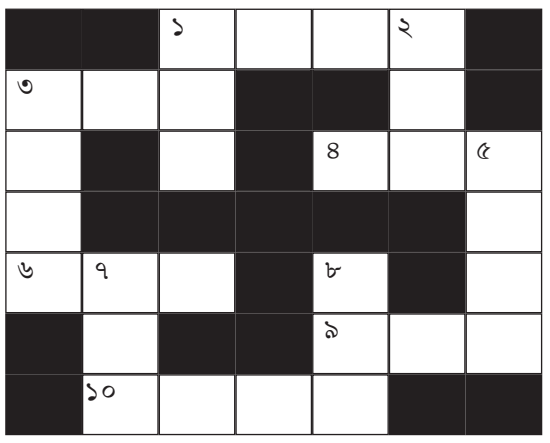

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দাঁতের স্বচ্ছ মসৃণ প্রলেপ৩. সৈন্যশিবির ৪. বজ্র,বাজ ৬. তথাপি ৯. এ থেমে থাকে না ১০. প্রচুর সংখ্যায়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. একা, নিঃসঙ্গ ২. রাবণ ৩.প্রচুর, অসংখ্য ৫. সুস্থ ৭.বৃষ, ষাঁড় ৮.প্রকৃতপক্ষে।

সমাধান: শব্দবাণ-৬

পাশাপাশি: ২. একাদিক্রমে ৫. লজ্জা ৬. জানা ৭. ভাব ৮. দামি ১০. নবীভবন।

উপর-নীচ: ১. চক্র ২. একজামিন৩. দিন ৪. মেলবন্ধন ৯. শুভ ১১. বীতি।

জন্মদিন

আজকের দিন

কাজল

১৯২৯ *বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী গিরিজা দেবীর জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভেঙ্কটেশ প্রসাদের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কাজলের জন্মদিন।*

হে প্রিয় বন্ধু হে আমার কথা

প্রদীপ মারিক

বন্ধু হ'ল আমাদের জীবনে সেই বিশেষ মানুষ, যাকে চোখ বুজে বিশ্বাস করা যায়, বিপদে পড়লে যার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায়, বলে ফেলা যায় এমন অনেক কথা যা অন্য কাউকেই বলা যায় না। এই বন্ধুত্বের জন্য আলাদা কোন দিন হয় না। বন্ধুদের দিন বছরের সব দিনগুলো। বন্ধুত্ব কোন বয়স মানে না। সব চলে যায় কিন্তু বন্ধু চলে যায় না। প্রকৃত বন্ধু কোনদিন বিপদে ফেলে চলে যায় না। সারা জীবন আগলে রাখে পরম বন্ধুকে। মার্টিন লুথার কিং বলেছেন, ' সবকিছুর শেষে আমরা আমাদের শত্রুদের বাক্য মনে রাখবো না , কিন্তু বন্ধুর নীরবতা মনে রাখবো।' ১৯৫৬ সালের ২৫ নভেম্বর ফিদেল কাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারা কিউবায় পা রাখেন। মাত্র ৮২ জনকে নিয়ে শুরু করেন গেরিলা যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে তৎকালীন সরকারকে উৎখাত করেন তারা। যুদ্ধজয় যেন চে আর কাস্ত্রোর সম্পর্ককে আরো মধুর করেছিল। সারা পৃথিবীর বিপ্লবী মানুষদের কাছে বন্ধুত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চে গুয়েভারা আর ফিদেল কাস্ত্রো। কিউবায় নতুন সরকারে কাস্ত্রো হলেন প্রধানমন্ত্রী আর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হ'ল চে গুয়েভারাকেও। 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে/ বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।' মৃত্যুর সময় একজনের বয়স ৩০, অন্যজনের ২৭। দুজনেই কবিতা লেখেন। ধর্মে হিন্দু হলেও একজনের ছদ্মনাম 'বিসমিল'। ছেলেবেলায় মৌলভীর কাছে উর্দু শিখেছিলেন। তারপর ভাষাটার প্রতি প্রেমে পড়ে যান। তার বিখ্যাত গজল 'সারফারোশি কি তামান্না আব হামারে দিল মে হে দেখ না হে জোর কিতনা বাজো হে কাতিল মে হে' এই গান গেয়ে কত বিপ্লবী যে ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হয়েছেন তা সকলেরই অজানা। সেকালে 'শায়র' মহলে, তিনি নামজাদা । তাঁর কবিতার একাগ্র পাঠক অন্যজন। তিনিও লেখেন। শুধু উর্দু না, ইংরেজিতেও। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। স্বাধীনতা আন্দোলন সালটা ১৯১৮। মৈনপুর লুঠ কাণ্ডে-এ জড়িত রামপ্রসাদ বিসমিল পালাচ্ছেন। পেছন থেকে ছুটে আসছে পুলিশের গুলি। ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন যমুনা নদীতে। দেহ খুঁজে পায় না পুলিশ। ডুবসাঁতারে গা ঢাকা দিলেন তিনি। পুলিশ জানতে না পারলেও, বিপ্লবীদের কাছে খবর ছিল যে, বেঁচে রয়েছেন রামপ্রসাদ। সে খবর জানতেন আশফাকুল্লা খান। তাঁর দাদার কাছে প্রায় সমবয়সী এই ছেলেটির কীর্তিকলাপ শুনেছিলেন তিনি। শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে পারলে হত! সে সুযোগও মিলল একদিন। একটি গোপন বৈঠকে বসেছিল উর্দু শায়রির আসর। বিসমিল আর আশফাকুল্লা একসঙ্গেই পাঠ করেছিলেন কবিতা। বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষরে ভাগ করে নিয়েছিলেন ভালোবাসা। ১৯৫৮ সালে প্যারাগুয়েতে প্রথম বন্ধুত্ব দিবসের প্রস্তাব করেন জয়েস হল । বন্ধুত্ব দিবসের ধারণাটি প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন ২০ জুলাই ১৯৫৮ সালে। ওই দিন ওয়ার্ল্ড ফ্রেন্ডশিপ ক্রুসেডের প্রতিষ্ঠাতা ড. আর্তেমিও ব্রেঞ্চো বন্ধুদের সাথে প্যারাগুয়ের পুয়ের্তো পিনাসকোতে এক নৈশভোজে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সে রাতেই ওয়ার্ল্ড ফ্রেন্ডসিপ ক্রুসেড প্রতিষ্ঠা পায়। এই প্রতিষ্ঠানটি ৩০ জুলাই বিশ্বব্যাপী বন্ধু দিবস পালনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব পাঠায়। ২০১১ সালে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩০ শে জুলাইকে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস হিসাবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে তাদের স্থানীয়, জাতীয় এবং আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও রীতিনীতি অনুসারে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস পালনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, যার মধ্যে শিক্ষা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমেও অন্তর্ভুক্ত । ভারতে , আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার বন্ধুত্ব দিবস পালিত হয় । ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সংস্কৃতির মধ্যে বন্ধুত্ব শান্তিকে সুনিশ্চিত করে। ডঃ এ.পি জে আব্দুল কালাম বলেছেন, 'সবকিছুর শেষে আমরা আমাদের শত্রুদের বাক্য মনে রাখবো না , কিন্তু বন্ধুর নীরবতা মনে রাখবো।' প্রাচীন ব্যাবিলিয়ান সভ্যতায় বন্ধুত্বের যে পরিসর ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ব্যাবিলিয়নের কাব্যগ্রন্থ 'দি এপিক অফ গিলগামেশ' এর মাধ্যমে। গিলগামেশ আর এনকিডুর মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুত্বের গ্রিক-রোমান মিথের যুৎসই উদাহরণ হলো অরেস্টেস এবং পাইলেডস। জার্মানিতে রোমান্টিজমের উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এ বন্ধুত্ব। এর প্রমাণ পাওয়া যায় শিলারের দি হস্টেজ বইটিতে। ফিলোসফিকে বন্ধুত্বের প্রথম স্থান করে দিয়েছিলেন অ্যারিস্টটল। সেটা সেই গ্রিকদের সময়ে ফিলিয়া নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। গ্রিক ফিলিয়াকেই ইংরেজিতে ভাষান্তর করা হয়েছে বন্ধুত্ব। গ্রিক এবং রোমানদের সময়ে ভালো সমাজ এবং ভালো জীবনের জন্য বন্ধুত্বকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ভালো সমাজ এ অর্থে যে, বন্ধুত্ব সিভিক ডেমক্রেসির উন্নয়ন ঘটায়। আর ভালো জীবন এ অর্থে যে, এটি সুখ আর ভালোবাসা আনে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তার লেখা জুলিয়াস সিজার, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট এবং হ্যামলেটে বন্ধুত্বের চমৎকার স্থান দিয়েছেন। এভাবেই সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্ধু ও বন্ধুত্ব এসেছে ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন ব্যঞ্জনায়। মন্দাক্রান্তা সেনের উপন্যাস 'দলছুট'? সেখানে মনীষা নামের মেয়েটি বলে, সে বন্ধুত্ব-সন্ধানী। সে বন্ধুত্বের মধ্যে স্পর্শ আছে। 'নন্দন'-এ সৈকতের গালে অনায়াসে চুমু খায় মনীষা, বন্ধুত্বের চুম্বন। আদর করে অযৌন বন্ধুত্বের আদর। মনীষার আলতো ঠোঁটের স্পর্শ সেই বন্ধুত্বেরই আকুতি। বন্ধুত্ব নিয়ে মানুষের অনেক ধারণা বিশ্বাস রয়েছে । সবচেয়ে বেশি রয়েছে আবেগ। সহজ কথায় সহজ ভাষায় এর সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় । কেন না বন্ধু হল মানুষের এক হৃদয়ের অনুভূতির জায়গায়। সেগুলি তাদের নিজস্ব অনুভূতির কথা । অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলতেন, 'আমাদের রহস্যময়তার পরীক্ষণে প্রাপ্ত সবচেয়ে সৌন্দর্যময় জিনিসগুলো হলো শিল্প, বিজ্ঞান এবং বন্ধুত্ব।' পর্দাতে বরাবর হিরো-ভিলেনের সম্পর্ক হলেও আদতে কিন্তু অমিতাভ বচ্চন এবং আমজাদ খান একে অপরের খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। তারা একসঙ্গে প্রায় ১৫টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। বন্ধুত্বের খাতিরে আমজাদের প্রাণও বাঁচিয়েছেন অমিতাভ। তখন 'গ্যাম্বলার' ছবির শ্যুটিং চলছিল। এক গুরুতর পথ দুর্ঘটনার মুখে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন আমজাদ খান। শারীরিক অবনতি হতে হতে কোমায় চলে গিয়েছিলেন তিনি। এমনিতে শুটিং সেটে বরাবর আগে পৌঁছানোর অভ্যাস ছিল আমজাদের। তবে কোনও কারণে সেদিন শুটিংয়ে পৌঁছানোর জন্য ট্রেন বা ফ্লাইট ধরতে পারেননি তিনি। অগত্যা গাড়ি করেই শুটিং সেটে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নেন আমজাদ খান। সঙ্গে ছিল তার গোটা পরিবার। গোয়া পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই পৌঁছে গিয়েছিলেন অভিনেতা। তবে গোয়া থেকে কয়েক কিলোমিটার এগোতেই তার গাড়ি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। এক্সিডেন্টের পর ওই এলাকার মানুষেরা অভিনেতা এবং তার পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করে গোয়া হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরিবারের সকল সদস্যদের অবস্থা ভালো থাকলেও আমজাদ খানের ব্যাপক রক্তক্ষরণ হয়েছিল। যে কারণে তার মধ্যে রক্তের ঘাটতি দেখা দেয় এবং তিনি কোমাতে চলে যান। বন্ধুর এই বিপদের খবর শুনেই শুটিং সেট ছেড়ে গোয়ার হসপিটালে হাজির হন অমিতাভ। সেদিন আমজাদ খানের জন্য হাসপাতালের কাগজে সই করতে রাজি ছিলেন না কেউ। অমিতাভ নিজে থেকে এগিয়ে এসে বন্ধুর দায়িত্ব নেন। এমনকি তিনি যখন জানতে পারেন তার বন্ধুর রক্ত প্রয়োজন তখন তিনি আমজাদকে বাঁচাতে রক্ত দিতেও দুবার ভাবেননি। সেদিন ভগবানের দূত হয়েই যেন আমজাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন অমিতাভ। যদি সেদিন অমিতাভ রক্ত না দিতেন তাহলে আমজাদ খান কোমাতেই চলে যেতেন। হয়তো বা তার প্রাণ সংশয়ও হতে পারতো। একজন বন্ধু হিসেবে বন্ধুর এমন মর্মান্তিক পরিণতি কী করেই বা দেখতেন অমিতাভ? তাই তিনি সেদিন ছুটে এসেছিলেন আমজাদের পাশে দাঁড়াতে। আশির দশকে রুনা লায়লার গাওয়া তুমুল জনপ্রিয় গান ছিল 'বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িত গেলাম, দেখা পাইলাম না'। বন্ধুর বাড়ি যেতে আসতে খরচ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাতে কি হয়েছে তিনদিন তো বন্ধুর জন্যই গেলাম। 'তোমাদের মাঝে কি কেউ আছে বন্ধু আমার, তোমাদের মাঝে কি কেউ আছে পথ ভোলা, তবে বন্ধু নৌকা ভেড়াও মুছিয়ে দেব দুঃখ সবার, তবে বন্ধু নৌকা ভেড়াও মুছিয়ে দেব দুঃখজ্বালা।' জেমসের কণ্ঠে রক গান কেবল মাত্র নতুন প্রজন্মকে নয় প্রবীণরাও ইভিনিং ওয়ার্কে গিয়ে লাঠির তাল দেন। 'বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও / মনের মাঝেতে চিরদিন তাকে ডেকে নিও/ ভুলো না তারে ডেকে নিতে তুমি।' মুকুল দত্ত সুরারোপিত হেমন্ত মুখার্জির এই গান বন্ধুত্বের নতুন মাত্রা এনে দেয়। বিখ্যাত নজরুল সংগীতে আছে, তাই ভালো করে বিনোদ বেণী বাঁধিয়া দেদ। কবি'রা সখী বা প্রিয়াকে নিয়ে কত কিছু কল্পনা করে মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন। কবি নজরুল ঠিক এভাবেই তাঁর প্রিয়াকে সাজিয়েছেন যা অতুলনীয়। গ্রামবাংলায় মহিলাদের মধ্যে সই পাতা নিয়ে এখনো ঘটা করে কতো অনুষ্ঠান হয়। যেটা বাঙালি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো জাতির মধ্যে আছে কি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন, 'আমরা বন্ধুর কাছ থেকে মমতা চাই , সমবেদনা চাই , সাহায্য চাই ও সেই জন্যই বন্ধুকে চাই।' তিনি তাই লিখতে পারেন, 'ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনেরও মন্দিরে।' এই বন্ধু, ভালোবাসার প্রানের সই নিয়ে বাংলা গান ও কবিতার উদাহরণ দিতে গেলে স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়, এটা মহাকাব্যকে ছাড়িয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন, 'গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল , বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ।' আজ এই ডিজিটাল যুগে বন্ধুত্ব ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীময়। এখন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে বিশ্ব বন্ধুত্বের পরিধি। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একবন্ধু আরেক বন্ধুর সাথে যোগাযোগ রাখতে পারছে। 'ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে /তোড়েঙ্গে দম আগর /তেরা সাথ না ছোড়েঙ্গে' শোলে ছবির এই গানটি গেয়েছিলেন কিশোর কুমার ও মান্না দে। আর পর্দায় বিরু আর জয় যেন প্রকৃত বন্ধু। আজও এই বন্ধুত্বের হিট জুটি অন্যতম সেরা চলচিত্রের মর্যাদায়। সব কিছুর ওপরে একটাই বিশ্বাস বন্ধুত্বের মধ্যে সেটা হ'ল বিশ্বাস আর ভালোবাসা। যে ভালোবাসায় জোর দিয়ে বলতে পারি কথা তোমায় ভালোবাসি, তোমায় বকতে পারি, তোমার আদর করতে পারি, অসুস্থ হলে তুমি যেমন খাইয়ে দাও আমিও খাইয়ে দিতে পারি কারন তোমার ওপর জোর আছে। তুমি যে আমার পরম বন্ধু আমার কথামালা, আমার ভালোবাসা।

চরণসেবা, ধর্মপালনের এক কালো অধ্যায়

শুভজিৎ বসাক

ভারতে ইংরেজরা বহুবছর শাসন চালিয়েছে, অত্যাচার করেছে এসব কথা যেমন ইতিহাসলব্ধ পাতায় সত্যি সেভাবে এও সত্যি যে এই দেশে সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, চরণসেবা রদ এমন আরও অনেক সংস্কারমূলক কাজ করে দেশকে নতুন দিশা দেখিয়েছিল। অবশ্যই সেক্ষেত্রে অনেক ভারতীয়দের মুখ্য ভূমিকা ছিল, কিন্তু ইংরেজরা তাঁদের পাশে না দাঁড়ালে সেইসব কাজ করে ওঠা গোঁড়া সমাজব্যবস্থায় অসম্ভব ছিল। চরণসেবা রদে অবিভক্ত বোম্বাইয়ের কর্ষণ দাসের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর এই কীর্তি নিয়ে সম্প্রতি একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে, নাম 'মহারাজ' যা বেশ অজানা তথ্যসমৃদ্ধ।

বোম্বাই শহর অবিভক্ত থাকার সময়ে আজকের মহারাষ্ট্র আর গুজরাট এই দুটি রাজ্য তার অন্তর্গত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের স্থানীয় নাম 'শ্রীজি' এবং স্থানীয়রা এই শ্রীজিকে ভোগ নিবেদন, হোলিতে রং দিয়ে তারপরে নিজেদের দৈনন্দিন কাজ বা উৎসবে অংশগ্রহণ করে। শ্রীজির বংশধর স্থানীয় মহারাজ নামে খ্যাত এবং ইংরেজরা ক্ষমতায় থাকলেও তাঁরই শাসন সেখানকার অধিবাসীরা মেনে নিত। শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলে সেই মহারাজের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করাকে সবাই পুণ্যের কাজ বলে মনে করত। তারই মধ্যে একটি চরণসেবা। এই সেবার নীতি হল মহারাজ তাঁর সেবার জন্য পছন্দশীল যেকোনও একজন যুবতী মহিলাকে বেছে নেবেন এবং তাকে সেই সময়ের জন্য মহারাজকে শারীরিক সুখ দিয়ে খুশি করতে হবে। একে বলা হতো পরম্পরা এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অংশের সাথে লীলায় মিলিত হওয়ার কারণে ভক্তিরসের উৎস হিসাবেও একে মান্য করা হতো। মহারাজ যেখানে এই লীলা করবেন সেই দৃশ্য রাজমহলের জানলা থেকে দেখার ফলে মোক্ষ প্রাপ্তিও নাকি হবে এমনই ধারণায় অনেকেই নিজের স্ত্রী, কন্যাদেরও এই চরণসেবায় পাঠাত এবং এই কাজকে পুণ্য বলেই সকলে গ্রাহ্য করত। এই সম্ভোগলীলা দেখার জন্য অর্থও ব্যয় করতে সকলে রাজি হতো।

কর্ষণ দাস, ১৮৩২ সালে গুজরাটের ভাদোলে সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র দশ বছর বয়সে মাকে হারালে তাঁর বাবা আবার বিয়ে করেন এবং কর্ষণ তাঁর মামার সাথে বোম্বাইতে এসে বেড়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা, লেখক এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অন্যতম মুখ। সেই সময়ে তাঁর লেখা স্থানীয় এবং দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতো। তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল কিশোরীর সাথে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এক হোলির মুহূর্তে কিশোরীকে মহারাজ এই চরণসেবায় মনোনীত করে এবং কর্ষণ পরবর্তীকালে নিজের প্রেমিকাকে এমন আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ও সেই দৃশ্য সবাই দেখছে এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে যান। পরে কিশোরীকে বকাঝকা করলেও সেই পুণ্যের ভাগ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে চায়নি কর্ষণের প্রেমিকা। কর্ষণ তাকে বিয়ে করতে গররাজি হয় এবং সেই সুযোগে মহারাজ তাকে বিশেষ সেবায়েতের জায়গা দিতে চায়। অবশ্য কিশোরীর ভুল অল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙ্গে যায় যখন সে দেখে তার বোনকেও মহারাজ একই টোপ ফেলে ভোগ করতে চায়। যাকে সে মোক্ষলাভের রাস্তা ভেবে বসেছিল সেটাই তার জীবনকে নরকে পরিণত হয়। অবশেষে আত্মহত্যা করে নিজের খাঁটি প্রেমের কথা কর্ষণকে জানিয়ে যায়।

এরপরেই কর্ষণ দাস রাজমহলের অন্দরে ভক্তিমার্গের নামে কি ব্যভিচার চলছে সেই খবর প্রকাশে উদ্যত হয় কিন্তু প্রভাবশালী মহারাজের নামে সরাসরি কেউ ছাপতে রাজি না হলে তিনি নিজেই 'সত্যপ্রকাশ' নামে একটি প্রেস খোলেন। কিন্তু সহজে তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা সবার হাতে আসেনি। পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাঁর সেই প্রকাশিত পত্রিকা, পুড়িয়ে দেওয়া হয় প্রেস, এমনকি জীবনের হুমকিও দেওয়া হয় কিন্তু কিছুতেই মাথা নত না করলে অবশেষে মানহানির মামলা দায়ের করা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। অবশেষে বোম্বইয়ের সুপ্রিম কোর্টে ১৮৬২ সালে সেই মামলা ওঠে এবং তাতে উঠে আসে যে ভারতে অধিকাংশ নাগরিক শিক্ষিত নয় তারফলে সবাই বেদ, গীতা ইত্যাদি পড়ার সুযোগ পায় না। যেটুকু জানে সবটাই শুনে অর্থাৎ অনুবাদের পরিবর্তে অনুকৃত উক্তিই তাঁদের কাছে পরিবেশিত হয়। এই যেমন গীতায় লেখা রয়েছে যে ঈশ্বরের কাছে ভক্ত তার ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, মন সমস্ত কিছু নিবেদন করাই ভক্তিমার্গের উদ্দেশ্য সেখানে অনুকৃত হয়ে পরিবেশিত হল স্বামীর আগেও তার স্ত্রীয়ের শরীরে ভাগ বসাবেন শ্রীকৃষ্ণের বংশধরেরা! কর্ষণ দাস এসব কিছুরই বাস্তবিক ভিত্তি যুক্তি দিয়ে, শ্লোক উচ্চারণের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাতে তাঁর ওপরে আনা মানহানির মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয় ও চরণসেবার মত ঘৃণ্য প্রথার অবসান ঘটে।

ধর্ম, সেটা যে সম্প্রদায়েরই হোক তা কোনো কিছুর দোহাই দিয়ে নিজে ভোগবিলাসের মাধ্যম নয়, ধর্ম মূলতঃ মানুষকে দিশা দেখানোর এক আশ্রয় মাত্র। মন চঞ্চল, তাকে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে স্থির করে দিশা খুঁজে পাওয়াই সমস্ত ধর্মের অদ্বৈত উদ্দেশ্য। কিন্তু আজও অনুকৃত ধর্মের মতামত নিজস্ব ভোগবিলাসের কথাকেই অনেকে তুলে ধরে যেমনটা চরণসেবা। কর্ষণ দাসের জন্য এমন এক ঘৃণ্য প্রথার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল অজস্র মানুষ যাকে ভক্তিরসের মোড়কে দেখিয়ে মহিলাদের আব্রুকে রীতিমত খোলা পণ্যের মত বাজারজাত করে তোলা হয়েছিল, মানুষ লীলা ভেবে যাকে দীর্ঘদিন ভুল করেছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও এমন প্রথা সমাজে ভক্তি সমর্পণের মুখোশে ছড়িয়ে আছে। মানুষ হয়তো সব জানতে পারে না কিন্তু ধর্মের নামে তার পালক গুরুই যদি এর ফায়দা তোলে সেটা সামাজিক অবক্ষয়কে দর্শায়, ধর্মের উদ্দেশ্যকেই আড়াল করে দেওয়া হয়। তাই মানুষকেও ঠিক-ভুল চিনে নিতে হবে। এই সম্পূর্ণ অজানা বিষয়টিকে তুলে ধরে সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে 'মহারাজ', যা আজকের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে অনেকাংশেই প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।।

আনন্দকথা

তোমার অত দয়া! (হাস্য)
বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) — কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়! (সকলের হাস্য)
শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি তা নও গা; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া! না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুত উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি — শকুনির মতো পচা মড়া খুজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে এই আনন্দময় পুরুষকে দর্শন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ — জ্ঞানযোগ বা বদান্ত বিচার

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, তখন নিজের শ্রেনীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হইতেন

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে ইসিএল কর্মীকে মারধর ও খুনের হুমকির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে ইসিএল কর্মীকে মারধর ও খুনের হুমকির অভিযোগে সরগরম খনি অঞ্চল। অভিযোগের তির অন্ডাল ব্লকের পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি বিষ্ণুদেব নুনিয়ার বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূল নেতার।

উল্লেখ্য, ইসিএলের কাজোড়া এরিয়ার খাস কাজোড়া কোলিয়ারির ডিলিং ক্লার্ক সদানন্দ নুনিয়া নামে এক কর্মীকে মারধর ও খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি তথা এইচএমএস শ্রমিক সংগঠনের নেতা বিষ্ণুদেব নুনিয়ার বিরুদ্ধে। রবিবার ঘটনার কথা জানিয়ে অন্ডাল থানায় বিষ্ণুদেও বাবুর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ইসিএল কর্মী সদানন্দ নুনিয়া।

তিনি জানান, শুক্রবার কোলিয়ারিতে কাজ করার সময় কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তার চেম্বারে আসেন বিষ্ণুদেও বাবু। তাকে মারধর করা হয়, খুনের হুমকিও দেওয়া হয় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন বিষ্ণুদেব বাবু। পাশাপাশি তিনি জানান, সদানন্দ নুনিয়া পরদেশী ভুঁইয়া নামে একজনের চাকরির নিয়োগের ফাইল দীর্ঘ ৮ মাস ধরে আটকে রেখেছেন। ওই ফাইল সদানন্দ নুনিয়ার হেপাজতে রয়েছে বলে জানতে পেরে কয়েক দিন আগে পরদেশী ভুঁইয়া সদানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন সদানন্দ ওই ব্যক্তির কাছে ফাইল এর কাজ দ্রুত করে দেওয়ার জন্য দু' লক্ষ টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ। কাজে গাফিলতি, ঘুষ চাওয়ার কারণে সদানন্দকে কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি চার্জশিট করেছে বলে জানান বিষ্ণুদেববাবু, এমনকী ক্যামেরার সামনে সদানন্দ বাবু তার কাজের গাফিলতি হয়েছে এ কথা স্বীকারও করেন। এবং তার কাজের গাফিলতির জন্য ইসিএল কর্তৃপক্ষ তাকে শাস্তি বাবদ চার্জশিটও করে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে যেখানে ইসিএল এর কাজে গাফিলতির জন্য ইসিএল শাস্তি দিল সেখানে কোনও এক তৃণমূল নেতা কেন তাকে মারধর ও হুমকির অভিযোগ দিয়েছেন? তিনি বলেন, ফাইল আটকে রাখার বিষয়টি জানার পর সদানন্দের কাছে বিষয়টির জবাবদিহি চেয়েছি। সেই কারণেই সদানন্দ তার নামে মিথ্যা মারধর ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করছে বলে জানান বিষ্ণুদেব বাবু।

হরিপালের ডাকাতিয়া খাল সংস্কার হয়নি, ডুবল কয়েকশো বিঘা ধানের জমি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: হরিপাল ব্লকের ওপর দিয়ে ডাকাতিয়া খাল বয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, এই খালের জল বেড়ে এলাকার ৪-৫টি গ্রামের কয়েকশো বিঘা জমি ডুবিয়েছে। সংস্কার করলে এদিন দেখতে হত না বলে দাবি তাঁদের। স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০১৬ সাল পর্যন্ত ডাকাতিয়া খাল সংস্কার করা হয়েছিল। তার পর থেকে আর খাল সংস্কার হয়নি।

দিনের পর দিন খাল সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ। ভরা বর্ষায় সেই খালের জলই ডুবিয়ে ছাড়ল কয়েকশো বিঘা ধানের জমি। খালের উপচে পড়া জলের কারণে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন হরিপাল ব্লকের চাষিরা। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার কোনও উদ্যোগ নেয় না খাল সংস্কারের। সে কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে শাসকদলের দাবি, এই সরকারই খাল সংস্কার করে। কিন্তু ডিভিসি না জানিয়ে জল ছাড়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হল। রাজনৈতিক তরজা চলছেই, তবে কপালে হাত চাষিদের।

হরিপাল ব্লকের ওপর দিয়ে ডাকাতিয়া খাল বয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, এই খালের জল বেড়ে এলাকার ৪-৫টি গ্রামের কয়েকশো বিঘা জমি ডুবিয়েছে। সংস্কার করলে এদিন দেখতে হত না বলে দাবি তাঁদের। স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০১৬ সাল পর্যন্ত ডাকাতিয়া খাল সংস্কার করা হয়েছিল। তারপর থেকে আর খাল সংস্কার হয়নি।

সিপিআইএম এরিয়া কমিটির সম্পাদক মিন্টু বেরা বলেন, 'ডাকাতিয়া খাল সংস্কারের নামে তছরূপ হয়েছে। ঠিকভাবে তা সংস্কার না করায় কৃষকদের রবি ফসলের ধান জলের তলায় চলে গিয়েছে। নতুন করে বীজ বপণ করতে হবে। এই ক্ষতির দায় সরকার কি নেবে? পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি কী করছিল?'

এ বিষয়ে হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বাবলু গায়েন বলেন, 'আগে প্রায়ই জল উঠত। খাল সংস্কার করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এবার হঠাৎ ডিভিসি জল ছেড়ে দিয়েছে। তৈরি করা বন্যা। কয়েকদিন আগেও জল ছিল না। এখন অতিবৃষ্টি হচ্ছে, রাজ্যকে না জানিয়ে প্রচুর জল ছাড়িয়ে এই বিপদে ফেলা হল। আমরা দ্রুত জল নামার বিষয়ে চেষ্টা করছি।'

দুঃস্থদের পাশে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল, বিলি করলেন ত্রিপল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সারাদিনের বৃষ্টির জেরে যেমন আসানসোল শিল্পাঞ্চলে তিনজনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে ঠিক তেমনি প্রবল বর্ষণের জেরে বহু গরিব মানুষের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনার পর দলীয় কাজের জন্য নিজে তার বিধানসভা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে না পারলেও দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়ে ওই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ত্রিপল বিলি করলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। রবিবার আসানসোল পুরনিগমের অন্তর্গত ৫৭,৭৭ ও ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডে দুঃস্থ ব্যক্তি যাদের বৃষ্টিপাতের দরুণ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এইরকম প্রায় ২০০ জনের অধিক ব্যক্তিকে ত্রিপল বিলি করা হয়। বিজেপি নেতা সোমনাথ মণ্ডল বলেন, তাদের কাছে যে সব অসহায় মানুষের খবর এসেছে যে তারা অতিবৃষ্টির জন্য অসুবিধায় পড়েছেন তাদেরকে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নির্দেশে ত্রিপল দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সমস্ত রকম অসুবিধা সমাধান করতে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়কের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা সচেষ্ট থাকবেন।

বন্যাকবলিতদের সাহায্যে গুসকরা গ্রুপ অফ ডায়মন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: বন্যা কবলিত এলাকার মানুষদের পাশে দাঁড়াল গুসকরা গ্রুপ অফ ডায়মন্ড। এদিন গুসকরা শহরের ১০০টি পরিবারের হাতে শুকনো খবর তুলে দেওয়া হয়। বন্যা কবলিত মানুষদের হাতে মুড়ি, চাল, আলু, সোয়াবিন, বিস্কুট, তেল তুলে দেওয়া হয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গুসকরা শহরের বিশিষ্টজনেরা। জানা গিয়েছে, সারা বছর গ্রুপ অফ ডায়মন্ড বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে হঠাৎ বৃষ্টিতে গুসকরা শহরের ১৬টি ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে যায়। ক্লাবের সদস্যরা বন্যাকবলিত এলাকায় গিয়ে বানভাসি মানুষদের পাশে দাঁড়ান। ক্লাবের সদস্য ইজাজ

হোসেন, শশী সাউ, রাজ ভৌমিক জানান, আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি বিভিন্ন সামাজিক কাজের মধ্যে দিয়ে। আমাদের শহরের মানুষ বন্যায় ভাসছে। তাই তাদের কথা মাথায় রেখে আমরা একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি আমাদের সাধ্যমতো।

গয়নার বাক্স হাতিয়ে বাইকে চেপে চম্পট দুই দুষ্কৃতীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: ক্রেতা সেজে ঢুকেছিলেন দোকানে। সোনার দোকানে গয়না কেনার নাম করে গয়না দেখতে চেয়েছিলেন। তবে মতলব যে ভালো ছিল না তা বুঝতে পারেনি দোকানদার। কার্যত ধোকা দিয়ে গয়নার বাক্স হাতিয়ে পালিয়ে গেল চোর। ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাত্রিবেলা একজন মাথা ঢাকা ব্যক্তি ক্রেতা সেজে দোকানে আসেন। বাইরে সেই সময় বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিল আরও একজন বলে দাবি দোকানদারের। সোনার হার কেনার নাম করে গয়না দেখতে থাকে ওই দোকানে থাকা ব্যক্তি। বাক্স খুলে চেন দেখাতে থাকে দোকানদার। এরপর চোখের নিমিষেই সেই গয়নার বাক্স নিয়ে দৌড়ে চলে আসে দোকানের বাইরে। আগে থেকেই বাইক স্টার্ট দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে থাকা অন্য একজন। বাইকে চেপে গয়নার বাক্স নিয়ে চম্পট দেয় দু'জন। এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এর আগেও ওই দু'জন ওই সোনার দোকানে এসেছিলেন। তারা যে ক্রেতা সেই বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করার পর এই কাণ্ড ঘটায়। স্থানীয় অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও আতঙ্কিত। এইভাবে চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার মানুষজন। বেশ কয়েকদিন আগে চণ্ডীতলার একটি সোনার দোকানে ক্রেতা সেজে ঢুকে চুরির ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে।

স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানা এলাকার মন্তেশ্বরের দেনুড় পঞ্চায়েতের ধেনুয়া গ্রামে বানভাসি জলে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায় দশম শ্রেণির এক পড়ুয়া। রবিবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন,ওই পড়ুয়ার নাম সূর্য ঘোষ। সে ধেনুয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় ভুরকুন্ডা হাইস্কুলের পড়ুয়া। এদিন গ্রামের ১৫-১৬ জন ছেলের সঙ্গে গ্রামে বন্যার জল দেখতে যায় সূর্য ঘোষ। তাদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে গ্রামের একটি ফুটবল মাঠের থেকে কিছুটা দূরে থাকা একটি খালের কাছে চোখের নিমেষে সে জলের স্রোতে তলিয়ে যায়। সঙ্গীরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মন্তেশ্বর থানার পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা। নামানো হয় নৌকো। কালনা থেকে ডুবুরি আনা হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি তলিয়ে যাওয়া ওই স্কুল পড়ুয়ার বলেই জানা গিয়েছে।

সমবায় নির্বাচনে বিজেপির টেন্ট ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রবিবার ছিল চাপড়ার দৈয়েরবাজার মহারাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন। বিজেপির অভিযোগ রাতের অন্ধকারে তাদের টেন্ট ভেঙে দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তারই প্রতিবাদে সকাল থেকে দৈয়েরবাজারে কৃষ্ণনগর-করিমপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

রাতভর বোমাবাজির পর টেন্ট ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির। সিপিআইএম বিজেপি ও কংগ্রেস একত্রিতভাবে এই অবরোধ করেছে বলে দাবি করেছেন তারা। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, এখানে বিরোধীদের কোনও জনসমর্থন নেই। এরা নিজেরাই একত্রিত হয়ে প্ল্যান মাফিক টেন্টের খুঁটি হেলিয়ে এরা তৃণমূলের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। আর সেই বিক্ষোভ অবরোধে সামিল হতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির পরাজিত প্রার্থী আর রাজমাতা অমৃতা রায়। রানি মাকে দেখেই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা গো ব্যাক স্লোগান দিতে শুরু করে এবং বিক্ষোভ দেখায় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে চাপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে অবরোধ তোলার পাশাপাশি পরিস্থিতি সামাল দেয়।

LEGAL NOTICE

We, **1) Smt. Anima Chaudhuri** W/o. Sri Alok Chaudhuri, **2) Sri Argha Chaudhuri** S/o. Sri Alok Chaudhuri residing at Balagarh Road (South), P.S. Chinchura, P.O. & Dist. Hooghly, Pin 712103 had purchased a land/property on 05/06/2012, schedule stated below, from Power of Attorney Holder **1)Sri Subhas Chandra Mistry** S/o. Late Sukhlal Mistry Residing at Joka Eni Sarani, P.O. Joka, P.S. Haridevpur, (formerly Thakurpukur), Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), **2)Sri Munna Mallick** S/o. Late Satish Chandra Mallick residing at Kajirchawak Joka II, P.S. Haridevpur, (formerly Thakurpukur), Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), power taken from the owner namely **1) Sri Ananda Mohan Bar 2)Sri Nityananda Bar** both S/o. Nanilal Bar residing at Darirchak, P.S. formerly Behala, then Thakurpukur & at present Haridevpur, Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), POA Number IV00079/12, **Deed number I-6158/12.**
If anybody has any objection on mutation of said land/property, please inform office of BLLRO, Kolkata, KMC Building, Room 328, 5, S. N. Banerjee Road, Kolkata 700013, in writing or over email bllroatm@gmail.com, within one month from the date of this advertisement.
Land Schedule – Mouza Kalua, JL No. 22, R.S. No. 336, R.S. Khatian No. 99, R.S. Dag No. 451/516, under P.S. Thakurpukur Now Haridevpur, Dist. – 24 Pgs.(S), within the local limits of The Joka II, Gram Panchayat, measuring more or less 03 Cottahs 09 Chittak 00 Sq.ft. nature Doba.
Smt. Anima Chaudhuri
Sri Argha Chaudhuri
Purchaser

LEGAL NOTICE

I, **Smt. Anima Chaudhuri** W/o. Sri Alok Chaudhuri residing at 345, Balagarh Road (South), P.S. Chinchura, P.O. & Dist. Hooghly, Pin 712103 had purchased a land/property on 05.06.2012 , schedule stated below, from Power of Attorney Holder **1)Sri Subhas Chandra Mistry** S/o. Late Sukhlal Mistry Residing at Joka Eni Sarani, P.O. Joka, P.S. Haridevpur, (formerly Thakurpukur), Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), **2)Sri Munna Mallick** S/o. Late Satish Chandra Mallick residing at Kajirchawak Joka II, P.S. Haridevpur, (formerly Thakurpukur), Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), power taken from the owner namely **1)Sri Ananda Mohan Bar 2)Sri Nityananda Bar** both S/o. Nanilal Bar residing at Darirchak, P.S. formerly Behala, then Thakurpukur & at present Haridevpur, Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), POA Number IV00079/12, **Deed number I-6156/12.**
If anybody has any objection on mutation of said land/property, please inform office of BLLRO, Kolkata, KMC Building, Room 328, 5, S. N. Banerjee Road, Kolkata 700013, in writing or over email bllroatm@gmail.com, within one month from the date of this advertisement.
Land Schedule – Mouza Kalua, JL No. 22, R.S. No. 336, R.S. Khatian No. 99, R.S. Dag No. 451/517, under P.S. Thakurpukur Now Haridevpur, Dist. – 24 Pgs.(S), within the local limits of The Joka II, Gram Panchayat, measuring more or less 05 Cottahs 00 Chittak 00 Sq.ft. nature Doba.
Smt. Anima Chaudhuri
Purchaser

LEGAL NOTICE

Sri Argha Chaudhuri S/o. Sri Alok Chaudhuri residing at Balagarh Road (South), P.S. Chinchura, P.O. & Dist. Hooghly, Pin 712103 had purchased a land/property on 05/06/2012, schedule stated below, from Power of Attorney Holder **1)Sri Subhas Chandra Mistry** S/o. Late Sukhlal Mistry Residing at Joka Eni Sarani, P.O. Joka, P.S. Haridevpur, (formerly Thakurpukur), Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), **2)Sri Munna Mallick** S/o. Late Satish Chandra Mallick residing at Kajirchawak Joka II, P.S. Haridevpur, (formerly Thakurpukur), Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), power taken from the owner namely **1)Sri Ananda Mohan Bar 2)Sri Nityananda Bar** both S/o. Nanilal Bar residing at Darirchak, P.S. formerly Behala, then Thakurpukur & at present Haridevpur, Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), POA Number IV00079/12, Deed number I-6157/12.
If anybody has any objection on mutation of said land/property, please inform office of BLLRO, Kolkata, KMC Building, Room 328, 5, S. N. Banerjee Road, Kolkata 700013, in writing or over email bllroatm@gmail.com, within one month from the date of this advertisement.
Land Schedule – Mouza Kalua, JL No. 22, R.S. No. 336, R.S. Khatian No. 99, R.S. Dag No. 451/517, under P.S. Thakurpukur Now Haridevpur, Dist. – 24 Pgs.(S), within the local limits of The Joka II, Gram Panchayat, measuring more or less 06 Cottahs 10 Chittak 00 Sq.ft. nature Doba.
Sri Argha Chaudhuri
Purchaser

LEGAL NOTICE

1) Sri Indronil Chaudhuri S/o. Sri Alok Chaudhuri residing at Balagarh Road (South), P.S. Chinchura, P.O. & Dist. Hooghly, Pin 712103 had purchased a land/property on 05/06/2012, schedule stated below, from Power of Attorney Holder **1)Sri Subhas Chandra Mistry** S/o. Late Sukhlal Mistry Residing at Joka Eni Sarani, P.O. Joka, P.S. Haridevpur, (formerly Thakurpukur), Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), **2)Sri Munna Mallick** S/o. Late Satish Chandra Mallick residing at Kajirchawak Joka II, P.S. Haridevpur, (formerly Thakurpukur), Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), power taken from the owner namely **1)Sri Ananda Mohan Bar 2)Sri Nityananda Bar** both S/o. Nanilal Bar residing at Darirchak, P.S. formerly Behala, then Thakurpukur & at present Haridevpur, Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), POA Number IV00079/12, **Deed number I-6153/12.**
If anybody has any objection on mutation of said land/property, please inform office of BLLRO, Kolkata, KMC Building, Room 328, 5, S. N. Banerjee Road, Kolkata 700013, in writing or over email bllroatm@gmail.com, within one month from the date of this advertisement.
Land Schedule – Mouza Kalua, JL No. 22, R.S. No. 336, R.S. Khatian No. 99, R.S. Dag No. 451/517, under P.S. Thakurpukur Now Haridevpur, Dist. – 24 Pgs.(S), within the local limits of The Joka II, Gram Panchayat, measuring more or less 05 Cottahs 00 Chittak 00 Sq.ft. nature Doba.
Sri Indronil Chaudhuri
Purchaser

LEGAL NOTICE

We, **1) Sri Alok Chaudhuri** S/o. Late Prasanta Chaudhuri and **2) Sri Indronil Chaudhuri** S/o. Sri Alok Chaudhuri residing at Balagarh Road (South), P.S. Chinchura, P.O. & Dist. Hooghly, Pin 712103 had purchased a land/property on 05/06/2012, schedule stated below, from Power of Attorney Holder **1)Sri Subhas Chandra Mistry** S/o. Late Sukhlal Mistry Residing at Joka Eni Sarani, P.O. Joka, P.S. Haridevpur, (formerly Thakurpukur), Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), **2) Sri Munna Mallick** S/o. Late Satish Chandra Mallick residing at Kajirchawak Joka II, P.S. Haridevpur, (formerly Thakurpukur), Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), power taken from the owner namely **1)Sri Ananda Mohan Bar 2)Sri Nityananda Bar** both S/o. Nanilal Bar residing at Darirchak, P.S. formerly Behala, then Thakurpukur & at present Haridevpur, Kolkata 700104, Dist. 24 Pgs.(S), POA Number IV00079/12, **Deed number I-6155/12.**
If anybody has any objection on mutation of said land/property, please inform office of BLLRO, Kolkata, KMC Building, Room 328, 5, S. N. Banerjee Road, Kolkata 700013, in writing or over email bllroatm@gmail.com, within one month from the date of this advertisement.
Land Schedule – Mouza Kalua, JL No. 22, R.S. No. 336, R.S. Khatian No. 99, R.S. Dag No. 451/517, under P.S. Thakurpukur Now Haridevpur, Dist. – 24 Pgs.(S), within the local limits of The Joka II, Gram Panchayat, measuring more or less 03 Cottahs 10 Chittak 00 Sq.ft. nature Doba.
Sri Alok Chaudhuri
Sri Indronil Chaudhuri
Purchaser

LEGAL NOTICE

We, **1) Sri Alok Chaudhuri** S/o. Late Prasanta Chaudhuri and **2) Smt. Anima Chaudhuri** W/o. Sri Alok Chaudhuri residing at 345, Balagarh Road (South), P.S. Chinsurah, P.O. & Dist. Hooghly, Pin 712103 had purchased a land/property on 14.06.2016, schedule stated below, from Power of Attorney Holder **Sri Nirmal Karmakar** S/o. Late Hemanta Karmakar Residing at 90/3, Purba Para Road, P.O. & P.S. Thakurpukur, Kolkata, Dist. 24 Pgs.(S), Pin-700063, W.B., power taken from the owner namely **1) Smt. Soma Jana** W/o. Subal Jana, 16/5 H/38, B. B. G. Sarani, Muraripukur Road, P.O:- Ultadanga, P.S:- Maniktala, Kolkata, District:- Kolkata, West Bengal, India, PIN - 700067 **2)Shri Subal Jana** S/o. Lt. Gaur Jana, 16/5 H/38, B. B. G. Sarani, Muraripukur Road, P.O:- Ultadanga, P.S:- Maniktala, Kolkata, District:- Kolkata, West Bengal, India, PIN - 700067 **3)Anima Bibi** W/o. Hossain Sk, 2 No. Subhash Park, P.O:- Haridevpur, P.S:- Thakurpukur, Kolkata, District:- South 24-Parganas, West Bengal, India, PIN - 700082 **4) Shri Ashim Kumar Dey** S/o. Lt. Ashutosh Dev, **5)Smt. Mahamaya Dey** W/o. Shri Ashim Kumar Dey, 2/2, Samaj Garh Colony, Jadavpur, P.O:- Jadavpur, P.S:- Jadavpur, Kolkata, District:-South 24-Parganas, West Bengal, India, PIN - 700040 **6)Shri Shib Shankar Das** S/o. Lt. Juran Chandra Das, 33, Gorachand Bose Road, Burtola, P.O:- Beadon Street, P.S:- Ultadanga, Kolkata, District:-Kolkata, West Bengal, India, PIN - 700006 **POA Number IV00393/16**, **Deed number I-04993/16.**
If anybody has any objection on mutation of said land/property, please inform office of BLLRO, Kolkata, KMC Building, Room 328, 5, S. N. Banerjee Road, Kolkata 700013, in writing or over email bllroatm@gmail.com, within one month from the date of this advertisement.
Land Schedule – Mouza Kalua, JL No. 22, Touzi No. 58, R.S. No. 336, R.S. Dag No. 451, under R.S. Khatian No. 99, under P.S. Previously Behala thereafter Thakurpukur Now Haridevpur, Dist. – 24 Pgs.(S), within the local limits of The Kolkata Municipal Corporation under ward no. 143 measuring 7 Cottahs 08 Chittak 00 Sq.ft. together with 100 Sq.ft. RTS.
Sri Alok Chaudhuri
Smt. Anima Chaudhuri
Purchaser

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আপকা অপনা বৈংক / YOUR OWN BANK
फोन/Phone : (033) 2680 2990
फैक्स/Fax: (033) 2680 2976
ई-मेल/E-mail: zochinsurah@indianbank.co.in

वसूली अनुभाग / Recovery Section
अंचलकार्यालय, चिन्सुरा/Zonal Office, Chinsurah
सेन्को बिल्डिंग/Senco Building
द्वितीय तल/ 2rd Floor
बाली मोड़,बैण्डेल/Bally More, Bandel
जिला–हुगली/Dist- Hooghly
पश्चिम बंगाल/ West Bengal - 712103

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮-এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণএবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ ও তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক(পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/শাখার নাম	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১.	অ্যাকাউন্ট: **মেসার্স এস. সান্যাল,** স্বত্বাধিকারী:- শ্রী সুশান্ত সান্যাল **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এস. সান্যাল,** স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুশান্ত সান্যাল, পিতা-সরোজ কুমার সান্যাল, গ্রাম -বাঘাটি, পোস্ট ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, ৭১২১৪৮, পঃবঃ শাখা: আদিসপ্তগ্রাম	**ক) ২৬.০৪.২০২৪** **খ) ০৩.০৮.২০২৪** গ) ২৬১৮০৩৮/- টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ আঠারো হাজার আটত্রিশ টাকা মাত্র) ২৬.০৪.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৭.০৪.২০২৪ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ সহ তার উপর চার্জ এবং খরচ

সম্পত্তির বিবরণ

কমবেশি ৭ কাঠা ৬ ছটাক ২২ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং বিল্ডিং তার উপর যার মৌজা- আমোদঘাটা, জেএল নং ৪০, এলআর দাগ নং ৫৮৮/১৫৪৮, এলআর খতিয়ান নং- ২৯৫৪, মগরা গ্রাম পঞ্চায়েত ২ এর অধীনে, থানা-মগরা, জেলা- হুগলী, পঃবঃ। ২০১৬ সালের দলিল নং ২৫০০ তারিখ- ০৪.০৩.২০১৬ বই নং ১, ভলিউম নং ০৬০১-২০১৬ পৃষ্ঠা ৪০১৪২ থেকে ৪০১৫৮ পর্যন্ত ডিএসআর-১ হুগলী, পঃবঃ-তে নিবন্ধিত শ্রী সুশান্ত সান্যালের নামে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তর- প্রয়াত মনোতোষ ঘোষের সম্পত্তি; দক্ষিণ- নিতাই ঘোষের সম্পত্তি; পূর্ব- পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা; পশ্চিম- রমেশ সাহা এবং সুমন্ত সান্যালের সম্পত্তি দ্বারা

তারিখ: ০৫.০৮.২০২৪
স্থান: ব্যান্ডেল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (প্রতিষ্ঠানের নাম) অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫.০৪.২০২৪** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা শ্রী পিনাকী রায়** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ **১৮,৬৭,৯৫৫.০০ টাকা এবং তার উপর সুদ ও চার্জ (শব্দে আঠারো লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **৩০ জুলাই, ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১৮,৬৭,৯৫৫.০০ টাকা** এবং তার উপর সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম) -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা- সাঁকো, জে.এল. নং -১১৯, এলআর খতিয়ান নং - ৩৯৮৯, এলআর প্লট নং -৭২২২ তে অবস্থিত ৩৪৮৫ বর্গফুট বা ০.০৮ একর এলাকা সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- হরিপদ দে-এর জমি সম্পত্তি, দক্ষিণে- আর.এস. প্লট নং এনএইচ২, পূর্বে-আহমদ খানের জমি, পশ্চিমে- সোনার বাংলা হোটেল দ্বারা।

তারিখ: ৩০.০৭.২০২৪, স্থান: বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২১.০৮.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২১.০৮.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৩,৭৮,২০৫.০০ টাকা (তেরো লাখ আটাত্তর হাজার দুশো পাঁচ টাকা) ০৩.০৩.২০২১** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী কমল নাথ এবং শ্রী বিমল নাথ পিতা জয়দেব নাথ,** এস কে ব্যানার্জি রোড, বসু ফার্মেসি, খড়দা, কলকাতা - ৭০০১১৭ **এবং** ট্রাভেল ফুড সার্ভিসেস, কলকাতা প্রা. লি., দমদম এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০০৫২ **এবং** ফ্ল্যাট নং সি-৪, ব্লক - সি, ৫ম তল, সূর্য অ্যাপার্টমেন্ট, থানা - খড়দা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পিন - ৭০০১১৭ কাছ থেকে, সংরক্ষিত মূল্য - **১৫,০০,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা (ইএমডি) - **১,৫০,০০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা।**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি-৪, সি ব্লক, পঞ্চমতলে, জি-৪ তলা সূর্য অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৯০ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত হোল্ডিং নং ১১৮/৮৩, বোসপাড়া রোড, পো : বি ডি সোপান, থানা : খড়দহ, মৌজা : খড়দহ, জেএল নং ০২, আরএস নং ১৮, তৌজি নং ১৪৫, ২৯৯৮, ১৫০৫, আরএস দাগ নং ২৪৯৬,২৩৯৭, এলআর দাগ নং২৪৯৬/৩৮৭৩, ৩৮৬৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৩০, ওয়ার্ড নং ১৪, খড়দহ পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১১৭। স্বত্ব দলিল নং ১-১৮২৬/২০১৭ তারিখ ০২.০৩.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭২৮৫৫ থেকে ৭২৯১১, দলিল নং ১৯০৪০১৮২৬ -২০১৭ সালের, এআরএ-৪, কলকাতা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : লবি, ফ্ল্যাট নং সি/১, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : লবি, সিঁড়ি, লিফট; পশ্চিমে : অন্যান্য ফ্ল্যাট।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৪.০৮.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19604/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ : ০৫.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ **শ্রীমতি রুক্কিয়া খাতুন** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা	দায়বদ্ধ সম্পত্তিসমূহ/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রীমতি রুক্কিয়া খাতুন** **স্বামী মহ ইরসাদ ইয়াযুব, ঠিকানা** : ৪বি, তপসিয়া রোড, তিলজলা, কলকাতা : ৭০০০৩৯ এবং বনলতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২০৫, তিনতলা, ব্লক : বি, পোদরা, থানা : সাঁকরাইল, হাওড়া : ৭১১১০৯। **জামিনদাতা :** **শ্রী মুস্তাক আহমেদ,** **ঠিকানা :** ৮এ, কুস্টিয়া রোড, রেডিয়ান্ট - স্কুল কমপ্লেক্স, তিলজলা, কলকাতা ৭০০০৩৯। **এবং** ৮ই, তপসিয়া রোড, কলকাতা : ৭০০০৩৯। **লোন অ্যাকাউন্ট নং :** **৩৬৭১৫৭৩৭০৪৮** **(এইচবিএল)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মকারারি মৌরসাসি বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া আনুমানিক পরিমাণ ১৯ ডেসিমেল, এবং তদস্থিত জি-৪ তলা ভবন বনলতা অ্যাপার্ট নামে, ব্লক : এ এবং ব্লক বি, আরএস দাগ নং ৪৬৪, আরএস খতিয়ান নং ৫১২, এলআর দাগ নং ৬০৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪৩, হাল খতিয়ান নং ৩৩৪৪, মৌজা : পোদরা, জেএল নং ৩৮, থানা :সাঁকরাইল, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস রানিহাটি, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস এভং জেলা : হাওড়া, পিন ৭১১১০৯, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি :** উত্তরে : মৌজা পাঁচপাড়া, দক্ষিণে : ইশাক হায়দারের জমি,পূর্বে : সাধারণ সড়ক, পশ্চিমে : মৌজা পাঁচপাড়া। **ফ্ল্যাটের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট রুম/ইউনিট নং ২০৫, তিনতলায়, ব্লক বি, (জি-৪) তলা বনলতা অ্যাপার্টমেন্ট নামে ভবনে এরিয়া ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ তিনতলায়, তিন বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি ইত্যাদি , মৌজা : পোদরা, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৯, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, হাওড়া, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস রানিহাটি, এবং অবিভক্ত অংশের	২২.০৭.২০২৪	২২.১১.২০২৩	**২২,১১,৫৭৮.০০ টাকা (বাইশ লাখ এগার হাজার পাঁচশ আটাত্তর টাকা) ২২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী।** আপনি চুক্তি মোতাবেক হারে উপরিউক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার, সিঁড়ি এবং অন্যান্য সুবিধা সমন্বিত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ২০৪; পূর্বে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : প্রবেশ দ্বার, লিফট, সিঁড়ি এবং সকলের জন্য জায়গা।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী রুক্কিয়া খাতুন উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৩১২১-২০১৭, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৭, নথিভুক্ত বুক : ১, পৃষ্ঠা ৮৫৪১৯ থেকে ৮৫৪৫৬, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিশ ডিএসআর, হাওড়া।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

দ্রষ্টব্য - ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে পূর্বে ইস্যুকৃত নোটিশগুলি বাতিল এবং/বা অকার্যকর করা হল, উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট নিয়মগুলির অধীনে উপলব্ধ আমাদের অধিকার এবং প্রতিকারগুলির প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে।

তারিখ : ০৫.০৮.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি নিয়ে ব্ল্যাকমেইল, অপমানে আত্মঘাতী তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মালদার এক সংগীতশিল্পী তরুণীকে ব্ল্যাকমেইল করা অভিযোগ উঠল মুর্শিদাবাদ জেলার এক বিধায়কের মামাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে। সামাজিক লজ্জার ভয়ে অবশেষে মালদা শহরের মহেশমাটি এলাকার ওই তরুণী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় বলে অভিযোগ। এমনকী প্রেমিকার মৃত্যুর খবর জানতে পেয়ে তড়িঘড়ি মুর্শিদাবাদ থেকে মালদায় মহেশমাটির বাড়িতে গিয়ে মোবাইল-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত ওই যুবক। মৃত তরুণীর বাড়িতে বসানো সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখেই নানান তথ্য জানতে পেরেছে মালদার ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। এই ঘটনায় মৃতের বোন কস্তুরি সরকার ইংরেজবাজার থানায় মুশিদাবাদের যুবক আসাদুল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলিং, আত্মহত্যার প্ররোচনা ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণীর নাম বৈশাখী সরকার (৩০)। পেশায় সংগীত শিল্পী ওই তরুণীর বাড়ি মালদার ইংরেজবাজার শহরের মহেশমাটি এলাকায়। ওই তরুণী বিবাহিত এবং তার একটি নাবালিকা কন্যা সন্তান রয়েছে। তবে স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই কোন সম্পর্ক ছিল না তাঁর। গত এক বছরের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় মাধ্যমে মুশিদাবাদের যুবক আসাদুল বিশ্বাসের সঙ্গে প্রেম এরপর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। পরে ওই তরুণীকে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবির দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী নানান সময় মোটা টাকাও ওই যুবক মৃত তরুণীর কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়। এরপরই শনিবার রাতে মহেশমাটি এলাকার বাড়িতে শোবার ঘরেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই তরুণী।

মৃতের বোন কস্তুরী সরকার পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, আসাদুল নামে ওই যুবক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের অশ্লীল ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মানসিক নির্যাতন করত। যেহেতু আমার দিদি তার নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে ফ্ল্যাটে একাই থাকতো সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই মাঝে মধ্যেই দিদির কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে যেত আসাদুল। এমনকী ওই যুবক রেস্টুরেন্ট করবে বলে আমার দিদির কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা আদায় করে। এরপরই ছবি ভাইরাল করার ভয় দেখিয়ে নির্যাতন চালায়। বাধ্য হয়ে এদিন আত্মঘাতী হয় তরুণী। দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকাকালীন মুর্শিদাবাদ থেকেই মালদায় চলে আসেন আসাদুল বিশ্বাস।

মৃতের এক জামাইবাবু সুশান্ত সাহা বলেন, নিজের মামাতো দাদা বিধায়ক বলে ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছিল বৈশাখীকে। এছাড়াও কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ারও ভয় দেখানো হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, শ্যালিকা যে আত্মঘাতী হবে আগে থেকেই জানত আসাদুল। কারণ বৈশাখীর মৃত্যুর পরই ও মুর্শিদাবাদ থেকে রাতে মালদায় চলে আসে। ওই যুবক ঘরে ঢুকে দেহ ঝুলন্ত দেহ নামায়। সিসিটিভি ফুটেজেও সেই ছবি রয়েছে। পরে দেহ নামিয়েই বৈশাখীর দুটি মোবাইল নিয়ে চম্পট দেয় আসাদুল। এই ঘটনার পিছনে অভিযুক্ত যুবকের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে। পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। *ফাইল চিত্র*

আরামবাগের বন্যা মোকাবিলায় প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অতিবৃষ্টি ও বিভিন্ন জলাশয় থেকে জল ছাড়ার ফলে আরামবাগ মহকুমার জনজীবন বিপর্যস্ত। এই মহকুমার বন্যা কবলিত এলাকার মানুষকে সরকারি সাহায্য পৌঁছে দিতে তৎপর আরামবাগ পুলিশ প্রশাসন। রবিবার বন্যা মোকাবিলা নিয়ে আরামবাগ মহকুমার শাসকের দপ্তরে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। দুপুরে দুর্গাপুর ব্যারেজ-সহ আরও দুই একটি জলাশয় থেকে জল ছাড়ার ফলে বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হতে পরে বলে আশঙ্কা করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। তাই দফায় দফায় বৈঠক বসছেন তাঁরা। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার জেলাশাসক মুক্তা আর্য, মহকুমা শাসক সুভাষিনী ই, বিভিন্ন বিডিও সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বৈঠকের পর বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিতে ৭ তারিখ পর্যন্ত বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপশি নদীগুলিতে খেয়া পারাপারও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৭ তারিখ পর্যন্ত। এছাড়া বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলির মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবিরাম বৃষ্টি ও জল ছাড়ার ফলে রাতের মধ্যে জল আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে সকলেই। প্রসঙ্গত, এদিন সকাল থেকেই আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ, গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, বর্তমান সভাপতি বিজয় রায়, সহ সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র পাঁজা সহ অন্যান্যরা প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ত্রাণ তুলে দেন।

আরামবাগের মহকুমা শাসক সুভাষীনি ই বলেন, নদীতে জলের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকায় জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক হয় জেলা শাসকের উপস্থিতিতে। এদিন চারটি ব্লকের ফেরি চলাচল বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যন্ত নদী বাঁধ এলাকায় প্রয়োজনে স্কুল বন্ধের জন্য বলা হয়েছে। জানা গেছে, ইতিমধ্যে এই মহকুমার খানাকুল, গোঘাট ও পুরশুড়ার কিছু এলাকা প্লাবিত ও জলবন্দি হয়ে পড়েছে মানুষ। সবমিলিয়ে জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের জীবনের ছন্দ বিপর্যস্ত হতে শুরু করেছে মহকুমাজুড়ে।

অজয় নদের জলের তোড়ে ভেসে গেল অস্থায়ী সেতু, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুই জেলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টির জেরে প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হওয়ায় অজয় নদে জলের স্তর বাড়তে থাকে। যার কারণে শনিবার বিকালে কাঁকসার শিবপুর থেকে বীরভূম যাওয়ার অস্থায়ী বালি মাটির তৈরি সেতু জলের তোড়ে বীরভূমের দিকে ভেসে যায়। রবিবার সকাল থেকে জলের স্তর আরও বেড়ে গেলে সেতুটি পুরোপুরি ভেসে যায়। সেতুটি ভেসে যাওয়ার কারণে পশ্চিম বর্ধমান থেকে বীরভূম যাওয়ার সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগে থেকেই ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। এদিন হঠাৎ জলের তোড়ে পুরোপুরি ভেসে যায় সেতু। এর ফলে দুই জেলার মধ্যে আপাতত ওই রাস্তা দিয়ে যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রতি বছর ওই সেতু জলের তোড়ে ভেসে যায় এর ফলে দুই জেলার মধ্যে যাতায়াত প্রায় এক মাস বন্ধ থাকে। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়ে স্থায়ী ব্রিজ বানানোর কাজ গত কয়েক বছর আগে শুরু করেছিলেন। সেই ব্রিজের কাজ প্রায় শেষ। আগামী কয়েক মাস পর থেকেই সেই ব্রিজে যান চলাচল শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য। তিনি জানিয়েছেন, স্থায়ী ব্রিজ চালু হয়ে গেলে এবছর বৃষ্টি কমলেও আর অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হবে না। তবে বীরভূম প্রশাসন বৃষ্টি কমলে দুই জেলার মানুষের সুবিধার্থে নৌকো পরিষেবা চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন। দুই জেলার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রতি বছর বৃষ্টির জলে অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ আছে যারা দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে গিয়ে ব্যবসার কাজে বা চাকরিতে যোগ দিতে যান। যতদিন না নৌকো পরিষেবা পুরোপুরি শুরু হয় ততদিন তাদের ঘুর পথে প্রায় দেড় ঘণ্টা পথ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। স্থায়ী ব্রিজ চালু হয়ে গেলে একদিকে যেমন সময় বাঁচবে অন্যদিকে শিবপুর হয়েই উত্তরবঙ্গ যাওয়ার প্রধান রাস্তা হয়ে উঠবে এই স্থায়ী ব্রিজ।

বন্যা পরিস্থিতি দেখতে ঘাটালে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ফি-বছর বন্যার কবলে পড়ে ভেসে যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম। বুধবার থেকে টানা বর্ষণের পর এবারও বাড়তে শুরু করেছে ঝুমি নদীর জল। ইতিমধ্যেই ডুবেছে নদীর পাড়, গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ রাস্তা। নদীর পাড় সংলগ্ন গ্রামগুলিতে জল ঢুকতে শুরু করেছে। কচুরিপানার চাপে ঝুমি নদীর উপর বাঁশের সাঁকোগুলি ভেঙে গিয়েছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকোয় চলছে পারাপার। গবাদি পশুদের বাঁচাতে বাড়ির ছাদে তুলে রাখা হয়েছে। বন্যা কবলিত মানুষদের থাকতে হচ্ছে গবাদি পশুদের সঙ্গে। যদিও প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে।

ভারী বৃষ্টি এবং বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার জেরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে তার মোকাবিলায় সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। পরিস্থিতির ওপর লাগাতার নজর রাখা হচ্ছে। ঘাটাল মহকুমায় পর্যালোচনা বৈঠক করেন পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসক। বন্যা কবলিত ঘাটালের বেশ কয়েকটি এলাকা পরিদর্শনেও যান। জেলাশাসক জানান, এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। ত্রাণ সামগ্রী, ওষুধ, পানীয় জল যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রাখা হয়েছে। ত্রাণকেন্দ্রগুলি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে। ২৪ ঘণ্টার জন্য কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। ঘাটাল মহকুমায় কন্ট্রোল রুম নম্বর ০৩২২৫২৫৫১৪৫।

পরীক্ষা চলাকালীন ৪১টি মোবাইল উদ্ধারের ঘটনায় বিশৃঙ্খলা মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চাকরি সংক্রান্ত এএনএম (অক্সিলারি নার্স অ্যান্ড মিডওয়াইফ) লিখিত পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৪১ টি মোবাইল উদ্ধারের ঘটনায় বিশৃঙ্খলা ছড়ালো মালদা শহরের একটি হাইস্কুলে। রবিবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে ওই স্কুল প্রাঙ্গণে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা বেঁধে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে হয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশকে। পুলিশের সামনে পরীক্ষার্থীরা নিজেদের মোবাইল ফেরতের দাবিতেও বিক্ষোভ দেখায়। যদিও পরীক্ষা কেন্দ্রে উদ্ধার হওয়া ওই ৪১টি মোবাইল পরে স্কুল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মালদা শহরের বিনয় সরকার রোডে অবস্থিত একটি হাইস্কুলে এএনএম নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা চলাকালীন বেশ কিছু পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কর্মরত শিক্ষকরা ৪১টি মোবাইল উদ্ধার করেন। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সেই মোবাইল ফেরতের দাবিতেই শুরু হয় হাঙ্গামা। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিচয় দিয়েই সংশ্লিষ্ট থানা থেকে মোবাইলগুলি পরীক্ষার্থীদের ফেরত দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

যদিও পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, পরীক্ষা শুরুর আগেই এই মোবাইলগুলি স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল। পরীক্ষার শেষে পুলিশের মাধ্যমেই মোবাইলগুলি ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে। তারই প্রতিবাদ আমরা জানিয়েছিলাম। কেন আমরা পুলিশের কাছ থেকে মোবাইল নেব। স্কুল কর্তৃপক্ষ যেভাবে নিয়েছিল ঠিক সেভাবেই আমাদের কাছে মোবাইলগুলো ফেরত দেবে, এমনই দাবি করা হয়। কিন্তু ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছুতেই শোনেনি। সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক অজয় কৃষ্ণ রায় বলেন, এদিন এএনএম বিষয়ক চাকরির লিখিত পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে আসা যাবে না, এ কথা আমরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। পরীক্ষার শুরুতে কারো কাছে মোবাইল নেওয়া হয়নি। বরঞ্চ পরীক্ষা চলাকালীন ৪১টি মোবাইল উদ্ধার হয়। এরপরই বেশ কিছু পরীক্ষার্থীরা স্কুলের গেটের সামনে হাঙ্গামা করার চেষ্টা করে। ওরা চিৎকার চেঁচামেচি করছিল। বাধ্য হয়ে আমাদের পুলিশ ডাকতে হয়। উদ্ধার হওয়া সমস্ত মোবাইল গুলি পুলিশের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হল দাবি পত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রেলের সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে একলাখী-বালুরঘাট রেল যাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির তরফে দাবি পত্র তুলে দেওয়া হল বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদারের হাতে। পাশাপাশি সংগঠনের তরফে এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বালুরঘাট শহরে অবস্থিত সমিতির নিজস্ব ভবনে এদিনের এই অনুষ্ঠানে বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, একলাখী-বালুরঘাট রেল যাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিস্বর রায়, সম্পাদক কালীদাস বোস, এছাড়াও সমিতির সদস্য বিনয় বর্মন, গৌতম চক্রবর্তীর, শুভেন্দু সরকার সহ আরো অনেকে। রেলের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এদিন লিখিত আকারে ২৭ টি দাবি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হাতে তুলে দেওয়া হয়। দাবিগুলি খতিয়ে দেখে সেগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন বলেই প্রতিশ্রুতি দেন ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

এ বিষয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এই সমিতি রেল উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। রেল উন্নয়নের জন্য সমিতির তরফে নানা রকমের পরামর্শ আমার কাছে আসে। আমি সেগুলোকে বাস্তবায়িত করা চেষ্টা করি। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা না ভেবে সমাজ তথা জেলা ও রাজ্যের উন্নয়নের কাজ আপনারা করে চলেছেন। এভাবে আমরা প্রত্যেকে একসঙ্গে যদি কাজ করি, তাহলে এই জেলায় রেলের পরিকাঠামোর দিক থেকে আরো অনেক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।' পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, '১৭টি প্রজেক্টের অনুমোদন মিলেছে। প্রায় ১৪ কোটি টাকা রেল উন্নয়নে আমাদের রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। রেলের পরিকাঠামোর দিক থেকে বিহার অনেকটা বড় হলেও, তাদের থেকেও আমাদের রাজ্যে রেল উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ অনেকটা বেশি করা হয়েছে বাজেটে।'

এবিষয়ে একলাখী-বালুরঘাট রেল যাত্রী কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান স্মৃতিস্বর রায় বলেন, 'আমরা সুকান্ত মজুমদারকে সংবর্ধনা দিয়েছি। পাশাপাশি গোটা জেলার রেলের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৭ টি পয়েন্টে আমাদের সুচিন্তিত মতামত লিখিত আকারে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছি। আমরা আশা করছি আমাদের দাবিগুলো বাস্তবায়িত হবে।'

দামোদর নদের জলস্তর বৃদ্ধি, মাইকে প্রচার করলেন মসজিদের ইমাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত দু'দিনের ভারী বৃষ্টির জেরে ঝাড়খণ্ডের পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে রবিবার দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে প্রায় এক লক্ষ চোদ্দ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়। এরফলে দামোদর নদের তীরবর্তী গ্রামগুলি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রবিবার বিকেল থেকে দামোদর নদের তীরবর্তী কাঁকসার সিলামপুর গ্রামের সীমানা দিয়ে বিপদ সীমার উপর দিয়ে জল বইতে থাকে। যার কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকার মানুষকে সতর্ক করা হয়। প্রশাসনের সেই নির্দেশ যাতে সকল মানুষের কাছে পৌঁছয় তাই গ্রামের মসজিদ থেকে মাইকে এলাকার সকল মানুষকে মাইকিং করে সতর্ক থাকার কথা জানান মসজিদের ইমাম। পাশাপাশি এলাকা জলমগ্ন হওয়ার আগে সকল মানুষকে তাদের জরুরি জিনিস নিয়ে সিলামপুর কমিউনিটি হলে যাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলি মীর জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত তেমন ভয় নেই। যদি দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে আরো জল ছাড়া হয় তবে দামোদর নদের জলে বহু বাড়ি ঘর প্লাবিত হতে পারে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কাঁচা মাটির বাড়িগুলি। তাই প্রশাসনের নির্দেশ মেনে তারা আগে থেকেই এলাকার যে কমিউনিটি হল রয়েছে সেখানে সকল মানুষকে থাকার তারা ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং প্রশাসনিকভাবে তারা পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেছেন বলে জানিয়েছেন।

যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পারিবারিক পুরনো বিবাদের জেরে পুরুলিয়ার পাড়া থানা এলাকার এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃত ওই যুবকের নাম রেজ্জাক আনসারি (৩৪)। তাঁর বাড়ি পাড়া থানার তেঁতুলহিটি গ্রামে। ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। ওই গ্রামে পরিস্থিতির ওপর পুলিশি নজর রাখা হয়। মৃত ওই যুবকের দাদা হারুন আনসারি জানান, শনিবার রাতে তার ভাই গ্রামের অদূরে শৌচকর্ম করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। সেই সময় পুরনো বিবাদের জেরে গ্রামের এক ব্যক্তি তাঁর মাথায় আঘাত করলে সে গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ওই হাসপাতালে মৃত্যু হয়। রবিবার খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ হাসপাতাল থেকে তার দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার বিকেলে পাড়া থানায় আসেন রঘুনাথপুরের এসডিপিও রোহেদ শেখ। তিনি ঘটনাটি নিয়ে থানার ওসি সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের নিয়ে বৈঠক করেন। তবে বিষয়টি নিয়ে কেউ পরিষ্কার করে কিছু বলতে চায়নি।

পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহির ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে কাজ করার সময় গুরুতর আহত শ্রমিক, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ফের পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সাঁওতালডিহির নির্মীয়মাণ ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে কাজ করার সময় ওপর থেকে পড়ে গুরুতর আহত হল এক শ্রমিক। ওই শ্রমিকের নাম অমল মাজী। তার বাড়ি রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের কামারগোড়া গ্রামে। রবিবার সকালে নির্মীয়মাণ কারখানায় ওই শ্রমিক উপরে উঠে কাজ করার সময় নীচে পড়ে গেল গুরুতর আহত হয় সে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্থানীয় চেলিয়ামার বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের ডাক্তারেরা তার অবস্থা সংকটজনক বুঝতে পেরে তাকে দুর্গাপুরের একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। এদিকে ঘটনার পরেই শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা যায়। বার বার দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ নির্মীয়মাণ ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে কর্মরত শ্রমিকদের নেই কোনও নিরাপত্তা। নেই সেপটি বেল্ট। বার বার শ্রমিকদের দুর্ঘটনা ঘটলেও হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের। এদিন আহত ওই শ্রমিকের সঙ্গে কাজ করছিলেন তথা প্রত্যক্ষদর্শী অপর এক শ্রমিক রামানুজ মাজী বলেন, আমরা এদিন সকালে যখন কাজ করছিলাম তখন আমার সহকর্মী অমল মাজী ওপর থেকে নীচে পড়ে গেলে গুরুতর আহত হয় সে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের কাজ করতে হয়। দেওয়া হয় না কোনও সেফটি বেল্ট। নেই শ্রমিকদের নিরাপত্তা। একাধিক বার শ্রমিকরা দুর্ঘটনার কবলে পড়লেও নেওয়া হচ্ছে না কোনও পদক্ষেপ। এদিকে ঘটনার খবর পেয়েই রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জয় মাহাথা বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছুটে আসেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের পাশে সব সময়ই তৃণমূল সরকার রয়েছে। বার বার ভোজুডির নির্মীয়মাণ কোল ওয়াসারিতে শ্রমিকদের দুর্ঘটনা কেন ঘটছে তা কারাখানা কর্তৃপক্ষের কাছে দলীয়ভাবে জানতে চাওয়া হবে। কেন শ্রমিকদের নিরাপত্তা নেই? কেন দেওয়া হয় না সেফটি বেল্ট তার কারণ জানতে চাওয়া হবে।

ডিভিসির জলছাড়ায় ভাঙল ৪টি বাঁশের সেতু

জনবিচ্ছিন্ন হাওড়ার দ্বীপাঞ্চল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: রবিবার রাতে ডিভিসির ছাড়া জলে চারটি শক্তপোক্ত বাঁশের সেতু ভেঙে যাওয়ায় জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে হাওড়ার দ্বীপাঞ্চল। উল্লেখ্য, ঘোড়াবেড়িয়া-চিতনান ও ভাটোরা এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত 'ভাটোরা দ্বীপ অঞ্চল' নামে পরিচিত। রাতে ডিভিসি জল ছাড়ায় চারটে শক্তপোক্ত বাঁশের ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ব্রিজগুলি হল ভাটোরা গায়েন পাড়া, ভাটোরা গোলাবাড়ি, পানশিউলি ঘাট ও কুলিয়া ঘাট আজানগাছি টাকি পাড়া ফেরিঘাট। ফলে একদিকে যেমন পশ্চিম মেদিনীপুরের সঙ্গে হাওড়ার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অন্যদিকে হুগলির একটা অংশের সঙ্গে ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বিপাকে লক্ষাধিক মানুষ। মুন্ডেশ্বরী নদীর ওপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছে কয়েক হাজার নিত্যযাত্রী। মোতায়েন রাখা হয়েছে পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। জল বাড়লে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে তাই সতর্ক প্রশাসন। এদিকে এদিন আমতা কুলিয়া এবং উদয়নারায়ণপুরে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন হাওড়া জেলাশাসক পি দীপপ প্রিয়া।

স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সহকর্মীর মৃত্যুতে শোকাহত আরামবাগবাসী

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আরামবাগের গান্ধি তথা বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সহকর্মী মনসা রাম মালিকের মৃত্যুতে শোকাহত আরামবাগবাসী। স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের স্মৃতিধন্য মায়াপুর কল্যাণ কেন্দ্রের অতন্দ্র প্রহরী, সদা দায়িত্ববান, গান্ধিবাদী মনসা রাম মালিকের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ এলাকার মানুষ। এদিন আরামবাগের বিশিষ্টজন থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন। মনসা রাম মালিক স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে জায়গা না পেলেও আরামবাগের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান মায়াপুর কল্যাণ কেন্দ্রের অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন। সরল সাদাসিধা একজন দেশপ্রেমিক মনসা রাম মালিক। তিনি প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসাবে আরামবাগের মায়াপুর কল্যাণ কেন্দ্রের দেখাশোনা করতেন প্রায় ৫০ বছর ধরে। প্রসঙ্গত, আরামবাগে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় প্রফুল্ল চন্দ্র সেন আরামবাগ থানার অন্তর্গত কল্যাণ কেন্দ্র নামে একটি বাড়িতে থাকতেন। এই বাড়িটি প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের বাড়ি নামে পরিচিত। এই বাড়িটি ১৯২২ সালে নির্মিত হয়েছিল। এই বাড়িটি অহিল্যাবাঈ রোডের পাশে মায়াপুর গ্রামে অবস্থিত।১৯২৫ সাল থেকে এই বাড়িটি প্রফুল্ল সেন, দুর্গা চক্রবর্তী, অতুল্য ঘোষ, বিজয় মোদক, হৃদয় মোদক সহ অনেক বিপ্লবীর আস্তানা হয়ে ওঠে। এদের দেখা শোনার দায়িত্বে ছিলেন মনসা রাম মালিক। বর্তমানে এখনও এই পবিত্র স্থানটি চিকিৎসা শিবির, টিকাদান ইত্যাদি জনহিতকর কাজে ব্যবহৃত হয়। এই এক স্থানের আমৃত্যু দেখাশোনা করতেন মনসা রাম মালিক। আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন স্মৃতি রক্ষা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবাশিস শেঠ জানিয়েছেন, প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সহকর্মী ছিলেন মনসা রাম মালিক। তাঁর মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। ওই রকম একজন সৎ মানুষ পাওয়া খুবই মুসকিল। মায়াপুর কল্যাণ কেন্দ্রকে তিনি প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সময় থেকে ভালোবাসেন এবং সেই সময় থেকে ছিলেন। আজ তার মৃত্যুতে বড় ফাঁকা লাগবে ওই পবিত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্রটি। অপরদিকে হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য তথা আরামবাগের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা পলাশ রায় বলেন, আমি গভীর ভাবে শোকাহত, বিদেহী আত্মার প্রতি চিরশান্তি কামনা করি। পরিবারের সদস্যদের জানাই গভীর সমবেদনা। তিনি মায়াপুর কল্যাণ কেন্দ্রের অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন। আমরা একজন প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের অনুগত মানুষকে হারালাম। সবমিলিয়ে প্রফুল্ল প্রেমী মনসা রাম মালিকের মৃত্যুতে শোকময় আরামবাগ।

বহুলা নদী পরিদর্শনে কালনার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: একদিকে ডিভিসি থেকে ক্রমশ বাড়ছে জল ছাড়ার পরিমাণ। অন্যদিকে বেহুলা নদীতেও বাড়ছে জল। ডিভিসি জল ছাড়তেই তৎপর জনপ্রতিনিধিরা। এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে এমনই আশঙ্কা করে রবিবার কালনার রামেশ্বরপুরে বেহুলা নদীর উপরে থাকা ব্রিজ থেকে বেহুলা নদী পরিদর্শন করার পাশাপাশি, কালনার নিউ মধুবন এলাকায় ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ। তিনি এদিন জানিয়েছেন, ডিভিসি জল ছাড়লে বেহুলা নদীতে জলস্তর বাড়ে। আর বেহুলাতে জলস্তর বাড়লে নিউ মধুবন এলাকার বাসিন্দারা বর্তমানে যে ত্রাণ শিবিরে রয়েছে সেখানে জল ঢুকতে পারে। তাই তাদেরকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে প্রশাসন সর্বদা এই বিষয়ে নজর রেখেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ওয়ানাড়ের পরিস্থিতিকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার দাবি

ইউপিএ-২ সরকারের বক্তব্যকেই অস্ত্র করে জবাব বিজেপি নেতার

ওয়েনাড়, ৪ অগস্ট: ধস নেমে ওয়েনাড়ে মৃতের সংখ্যা তিনশোরও বেশি ছাড়িয়েছে। এখনও অনেকে নিখোঁজ। কাদামাটির স্তূপের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে বসতি। প্রাণের খোঁজে এখনও উদ্ধারকাজ অব্যাহত। বিভিন্ন মহল থেকে ওয়েনাড়ের এই পরিস্থিতিকে 'জাতীয় বিপর্যয়' ঘোষণার দাবি ওঠলেও, কেন্দ্রে বিজেপি-শাসিত জোট সরকার যে তেমন কিছু করার কথা ভাবছে না, তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ভি মুরলীধরন।

বৃহস্পতিবার ওয়েনাড়ের পরিদর্শনে গিয়ে রাহুল গান্ধি ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধি। সেখানে গিয়ে ওয়েনাড়ের পরিস্থিতিকে 'জাতীয় বিপর্যয়' হিসাবে তুলে ধরে রাহুল বলেছিলেন, 'আমার মতে, এটি জাতীয় বিপর্যয়। এখন দেখা যাক সরকার কী বলে।' রাহুলের এই মন্তব্যের পরই বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠছিল ওয়েনাড়ের পরিস্থিতিকে 'জাতীয় বিপর্যয়' হিসাবে ঘোষণা করার।

তবে ইউপিএ-২ আমলে সরকার পক্ষের বক্তব্যকেই 'অস্ত্র' করে এর জবাব দিয়েছেন বিজেপি নেতা মুরলীধরন। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে ২০১৩ সালের সংসদীয় নথি তুলে ধরে বিজেপি নেতার দাবি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী মুল্লাপল্লি রামচন্দ্রন উল্লেখ করেছিলেন 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণা করার কোনও নিয়ম কোথাও উল্লেখ নেই।'

ইউপিএ-২ আমলের ওই সংসদীয় নথির কথা উল্লেখ করে বিজেপি নেতা বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও নির্দেশিকায় কোথাও 'জাতীয় বিপর্যয়'র ধারণার উল্লেখ নেই। ইউপিএ আমল থেকেই এটা চল আসছে।' যদিও বিজেপি নেতা আশ্বস্ত করে জানা, কোথাও জাতীয় বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ না থাকলেও, বিপর্যয় ঘটলে পরিস্থিতি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়।

পোর্শেকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি যোগীরাজ্যে

কিশোরের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু মা'র, আহত মেয়ে

কানপুর, ৪ অগস্ট: পুণের পোর্শেকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি, এবার স্থান যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশ। কানপুরে এক বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কা স্কুটিচালক মহিলা ও তাঁর ১২ বছরের মেয়েকে। অভিযুক্ত এক ১৭ বছরের কিশোর। উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

কানপুরের পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন ওই মহিলা। উলটো দিক থেকে আসছিল গাড়িটি। গাড়িটি এক নাবালক চালাচ্ছিল বলেই দাবি। সঙ্গে বন্ধুরা থাকায় গাড়ি নিয়ে স্টান্ট দেখানোর চেষ্টা করছিল সে। আর ওই কেরামতি দেখানোর সময়ই সামনে পড়ে যান স্কুটিচালক মহিলা ও তাঁর মেয়ে। মুহূর্তে তাঁদের ধাক্কা দেয় গাড়ি। মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মেয়ে গুরুতর আহত।

জানা গিয়েছে, স্থানীয়রা অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। ওই কিশোরের কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। পরে পুলিশকে অভিযুক্তর বাবা জানিয়েছেন, ছেলে তাঁকে না জানিয়েই ওই গাড়িটি নিয়ে বেরিয়েছিল বোনকে কলেজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর তখনই ঘটেছে দুর্ঘটনা। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শিউরে উঠছেন তদন্তকারীরা।

দেখা গিয়েছে, মারুতি সিয়াজ গাড়িটি দ্রুতগতিতে এসে স্কুটারটিকে ধাক্কা মারে। বিপদ বুঝে মহিলা ডানদিকে টার্ন নেওয়ার চেষ্টা করলেও গাড়ির ধাক্কায় তাঁরা শূন্যে উঠে যান। আনুমানিক ২০-৩০ ফুট ওপরে ছিটকে যান দু'জন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গাড়িটি গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিমিরও বেশি ছিল। ওই স্কুটার ছাড়াও আরও দু'টি গাড়িকে ধাক্কা মেরেছিল সেটি।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় গাড়ির ভিতরে দু'জন ছেলে ও দু'জন মেয়ে ছিল। আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তারাও। মৃত মহিলার পরিবার অভিযুক্তর চরমতম শাস্তির দাবি জানিয়েছে। সম্প্রতি, পুণেতে দুই তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে পিষে দেয় একটি পোর্শে। এর পরও মুম্বই, নাসিকে একই রকম দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবার তারই পুনরাবৃত্তি কানপুরে।

অযোধ্যা গণধর্ষণ কাণ্ড

নির্যাতিতার গর্ভস্থ সন্তানের ডিএনএ টেস্টের দাবি অখিলেশ যাদবের

বরেলি, ৪ অগস্ট: অযোধ্যা গণধর্ষণ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত হিসেবে সপা নেতা মইন খানের নাম সামনে আসতেই রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুঁড়ি চরম আকার নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ রাজনীতিতে। বিধানসভায় এই ইস্যুতে সপার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এহেন পরিস্থিতিতে এবার নির্যাতিতা নাবালিকার গর্ভস্থ সন্তানের ডিএনএ টেস্টের দাবি করলেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। আর এরপরই ফের নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

অভিযোগ, কয়েক মাস আগে চাষের জমিতে কাজ করার সময় ১২ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে নিজের বেকারিতে নিয়ে এসে গণধর্ষণ করেন সপা নেতা মইন খান সহ তাঁর বেকারির কর্মীরা। শুধু তাই নয়, গোটা ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করে রেখে সেটা ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে লাগাতার ২ মাসেরও বেশি সময় ধরে বেকারির মধ্যেই ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয়। নাবালিকা গর্ভবতী হতেই জানা যায় ঘটনাটি। নাবালিকার মা স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে গেলেও, তা নেওয়া হয়নি।

জানা গিয়েছে, ওই পুলিশ ফাঁড়িটি ছিল মইনের জমির ওপর, যা সরকাব ভাড়া নিয়েছিল। ফলে সেখানে ওই সপা নেতার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। বিষয়টি জানাজানি হতেই তৎপর হয়ে যোগী সরকারের পুলিশ মইন ও তাঁর এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। বিষয়টি নিয়ে সপার বিরুদ্ধে সরব হয় বিজেপি। রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে থাকায় মুখ খোলেন খোদ অখিলেশ যাদব।

এই ঘটনায় শনিবার অখিলেশ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'এই ধরনের নোংরা কাজে জড়িত অভিযুক্তের ডিএনএ টেস্ট করে ন্যায়ের রাস্তা বের করা উচিত। অথচ সেটা না করে রাজনৈতিক স্বার্থে শুধুমাত্র দোষারোপের পালা চলছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা উচিত।' তিনি আরও লেখেন, 'তবে ডিএনএ টেস্টের পর এই অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত হলে সরকারের আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও যেন কড়া পদক্ষেপ করা হয়। এটাই ন্যায়ের দাবি।' যদিও অখিলেশ এহেন দাবি করার পরই তাঁর বিরুদ্ধে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপি।

মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে ৯ শিশুর মৃত্যু মধ্যপ্রদেশে

ভোপাল, ৪ অগস্ট: রবিবার সকালে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল মধ্যপ্রদেশে। এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন আচমকা এক মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে পড়ে ৯টি শিশুর মৃত্যু হল। আহত হয়েছে অনেকে। রাজ্যের সাগর জেলার শাহপুরের হর্দৌল বাবা মন্দিরের এই দুর্ঘটনায় আহত শিশুদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্থ নাবালকদের বয়স ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন শীর্ষ আধিকারিকরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'আশা করি আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। যে পরিবারগুলি তাদের সন্তান হারিয়েছে, সকলের জন্য আমার সমবেদনা। সরকার প্রত্যেক পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করবে।'

প্রসঙ্গত, এর আগে রাজ্যের রেওয়া জেলায় একটি বাড়ির পাঁচিল ভেঙে পড়ে স্কুল থেকে ফেরার পথে চার শিশু মারা যায়। তাদের বয়স ছিল ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে। বাড়ির মালিক গ্রেপ্তার হয়। মধ্যপ্রদেশে বৃষ্টির মধ্যেই এই ধরনের পাঁচিল ভাঙার ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে। এই দু'টি ঘটনা ছাড়াও, ২০২৪ সালে দুশোর বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন এই ধরনের দুর্ঘটনায়। ২০৬টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। প্রায় আড়াই হাজার বাড়ি আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে গাড়ি এবং বাসের সংঘর্ষে মৃত সাত

লখনউ, ৪ অগস্ট: উত্তরপ্রদেশে গাড়ি এবং বাসের সংঘর্ষে সাত জনের মৃত্যু হল। গুরুতর আহত আরও ২৫ জন। রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে লখনউ-আগরা এক্সপ্রেসওয়েতে।

রবিবার ভোরে উসরাহার এলাকায় লখনউ-আগরা সড়কে একটি যাত্রিবাহী বাস রায়বরেলি থেকে দিল্লির দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎই ভুল লেন থেকে আসা একটি গাড়ির সঙ্গে ওই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেসময় বাসে প্রায় ৬০ জন যাত্রী সহ বাসটি খাদে ছিটকে পড়ে। সংঘর্ষের অভিঘাতে যাত্রী-সহ রাস্তার পাশে প্রায় ২০ ফুট গভীর খাদে ছিটকে পড়ে বাসটি। ঘটনাস্থলেই সাতজনের মৃত্যু হয়। বাসের চার যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ২৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অন্য দিকে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির একই পরিবারের তিন সদস্যের। মৃতদের নাম মনু (২৫), তাঁর মা চন্দা দেবী এবং প্রদ্যুন্ন (২৪)। রাজস্থান থেকে কনৌজের তালগ্রামে ফিরছিলেন তাঁরা। পুলিশ আধিকারিক সঞ্জয় কুমার জানান, সারারাত গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত ছিলেন চালক। সম্ভবত সে জন্যই তিনি ঘুমচোখে ভুল লেনে ঢুকে পড়েন বলে প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান।

যদিও বাসের এক যাত্রীর দাবি, বাস চালানোর সময় চালক মাঝে মাঝেই মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। যাত্রীদের বারণ করলেও কান দেননি চালক। বাসচালকের ভুলেই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি যাত্রীদের একাংশের দাবি,। কী ভাবে ঘটল দুর্ঘটনা, জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাইডেন ও নেতানিয়াহুর মধ্যে বাকবিতণ্ডার গুঞ্জন ঘিরে জল্পনা!

ওয়াশিংটন, ৪ অগস্ট : আমাকে বোকা বানাবেন না। কটু ভাষায় এভাবেই নাকি জো বাইডেন আক্রমণ করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে। এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমের এমনই দাবি। যদিও কোনও সরকারি সূত্রের উল্লেখ তারা করেনি। কিন্তু বাইডেন-নেতানিয়াহু সংঘর্ষ ঘিরে গুঞ্জন ক্রমেই বাড়ছে। কেন হঠাৎ এত রেগে গেলেন বাইডেন? শোনা যাচ্ছে, নেতানিয়াহু নাকি বাইডেনকে বলেছিলেন হামাসের কাছে থাকা ইজরায়েলি পণবন্দিদের মুক্ত করতে তাঁরা আপস করতে রাজি। এবং শিগগিরি তাঁর সরকারের প্রতিনিধি দল হামাসের সঙ্গে আলোচনায় বসবে। এর পরই নাকি বাইডেন কটু ভাষায় নেতানিয়াহুকে হুঁশিয়ারি দেন। সেই সঙ্গেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, প্রেসিডেন্টকে হালকা ভাবে নেবেন না। এই মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে পুরোদস্তুর যুদ্ধের আবহ। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে কোনও ছায়াযুদ্ধ নয়, সরাসরি সংঘর্ষ শুরু হওয়া সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কমলা হ্যারিসের সঙ্গে ডিবেট বাতিল ট্রাম্পের, কটাক্ষ ডেমোক্র্যাটদের

ওয়াশিংটন, ৪ অগস্ট: ভয় পেয়ে পালাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনই খোঁচা কমলা হ্যারিসের প্রচার শিবিরের। তাদের দাবি, জর্জিয়ায় একটি প্রচারসভা করার কথা ছিল প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের। তার আগেই এক প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে কমলার মুখোমুখি হওয়ার কথা তাঁর। কিন্তু রিপাবলিকান নেতা আর্জি জানিয়েছেন, সেই বিতর্কটি বাতিল করা হোক। এর পরই তাঁকে কটাক্ষ করতে দেখা গিয়েছে কমলা শিবিরকে। সব মিলিয়ে বাইডেন সরে যেতেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে।

নিজের সোশাল মিডিয়া 'ট্রুথ'-এ ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি কমলার সঙ্গে ফক্স নিউজ নেটওয়ার্ক আয়োজিত ডিবেটে বসতে রাজি। কিন্তু সেটা ৪ সেপ্টেম্বর। ১০ সেপ্টেম্বর এবিসি আয়োজিত হতে চলা ডিবেটটিতে তিনি অংশ নিতে চাইছেন না। আটলান্টায় তাঁর সভার আগেই ট্রাম্প এই পোস্ট করেছেন।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনে বাইডেনের পরিবর্তে ডেমোক্র্যাটদের 'মুখ' হয়ে ওঠা কমলা হ্যারিস গত মঙ্গলবারই সেখানে সভা করে এসেছেন। প্রায় দশহাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন সেখানে। ট্রাম্প বলেছেন, ফক্স আয়োজিত ডিবেটে তিনি অংশ নেবেন। এবং সেটি হবে পেনসিলভ্যানিয়ায়। 'লাইভ' দর্শকদের সামনেই তাঁরা নিজেদের মতামত দেবেন। আর তিনি এমন কথা বলার পরই তাঁকে কটাক্ষ করতে দেখা গিয়েছে কমলা হ্যারিসের প্রচারের দায়িত্বে থাকা মিশেল টাইলারকে। তাঁর কথায়, ডোনাল্ড ট্রাম্প ভয় পেয়েছেন। আর তাই চেষ্টা করছেন সেই ডিবেট থেকে সরে আসার যাতে অংশ নিতে তিনি আগেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। এখন দৌড়ে ফক্স নিউজের কাছে গিয়ে আর্জি জানাচ্ছেন।

এদিকে কমলা হ্যারিসের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার বিষয়টি এখনও সরকারি ভাবে ঘোষিত নয়। তাঁর নাম আগেই ঘোষণা করেছিলেন প্রাক্তন মার্কিন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। গত সপ্তাহেই নিজের মনোনয়ন জমা দেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নেত্রী। তবে রানিং মেট হলেও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে সবুজ সংকেত এখনও পাননি কমলা। এমনিতে তাঁর প্রার্থী হওয়া একরকম পাকা হয়ে গিয়েছে। এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে কমলা লিখেছেন, 'আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট পদপ্রার্থী

ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা রাশে সংসদে আইন আনার সম্ভাবনা কেন্দ্র সরকারের

নয়াদিল্লি, ৪ অগস্ট: এবার ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা খর্ব করতে মোদি সরকার দ্রুত সংসদে আইন আনতে পারে। সূত্রের খবর, ওয়াকফ আইনে অন্তত ৪০টি সংশোধনী আনা হতে পারে।

সূতর মারফত জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকেই ওয়াকফ বোর্ডের আইন সংশোধনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ওয়াকফ বোর্ডের জমি দখলের অধিকার আইন সহ ৪০টি সংশোধনী নিয়েই কথা হয়েছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ডের দখল করা সম্পত্তি বা জমিতে কোনও রকম সরকারি পর্যালোচনা বা রিভিউ করা যায় না। পর্যালোচনা ছাড়াই ওয়াকফ বোর্ড জমি দখল করতে পারে। কোনও সম্পত্তি নিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ওয়াকফ বোর্ডের আইনি বিবাদ চললেও, তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার নেই সরকারের।

সূত্রের খবর, এই আইনেই মূলত ওয়াকফ অধিকারে রাশ টানতে চাইছে মোদি সরকার। বিতর্কিত কোনও সম্পত্তির মালিক কে বা কারা, তা খতিয়ে দেখার আইনি এক্তিয়ারও সরকার নিজের অধীনে রাখতে চাইছে। আরও একাধিক ক্ষেত্রে ওয়াকফ বোর্ডের একচ্ছত্র অধিকার খর্ব হতে পারে। আগামী সপ্তাহেই এই প্রস্তাবগুলি বিল আকারে আনতে পারে কেন্দ্র।

ওয়াকফ আইন পাশ হয় ১৯৫৪ সালে। ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশজুড়ে ওয়াকফ বোর্ডের ৮.৭ লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি রয়েছে, যা ৯.৪ লক্ষ একর জুড়ে বিস্তৃত।

বন্যা কবলিত উত্তর কোরিয়াকে সাহায্যের আশ্বাস মস্কোর

মস্কো, ৪ অগস্ট: ভয়ংকর বন্যার কবলে উত্তর কোরিয়া। অগণিত মৃত্যু ও সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনায় জনজীবন বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উনের পাশে দাঁড়ালেন রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁকে সান্ত্বনা জানিয়ে বার্তা পাঠালেন, আপনি সবসময় আমাদের সাহায্য এবং সমর্থনের উপর নির্ভর করতে পারেন। অবিলম্বে মানবিক সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, পুতিন কিমকে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ঝড়ের কবলে যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের আমার তরফ থেকে সমবেদনা জানাবেন। জবাবে কিমের প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, মস্কোর তরফে সমবেদনার বার্তা পাঠানো হয়েছে উত্তর কোরিয়ার বিদেশ মন্ত্রককে। কিম জানিয়েছেন, যদি ত্রাণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তবে তাঁরা 'সত্যিকারের বন্ধু'র কাছ থেকেই নেবেন।

বেশ কয়েকদিন ধরেই ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর কোরিয়ার নানা এলাকা। এর পর তাণ্ডব দেখায় ঝড় গায়েমি। যার ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বাড়ে। কয়েকটি এলাকায় ভূমিধস নামে। গত সপ্তাহেই দেখা যায়, দেশের রাজধানী পিয়ংইয়ং থেকে শুরু করে বন্যা কবলিত বিভিন্ন এলাকা স্পিড বোটে চেপে ঘুরে দেখছেন কিম। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে হিসেব-নিকেশ করছেন। দ্রুত সব ধরনের জরুরি ব্যবস্থাপনা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রত্যেক বছর এসময় বর্ষাকাল থাকে উত্তর কোরিয়ায়। গায়েমি ঝড়ের প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ কোরিয়াতেও। সেখানেও ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসের কারণে বিপর্যস্ত সেদেশও। ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন রাস্তাঘাট। ভেঙে গিয়েছে বহু বাড়ি।

প্রসঙ্গত, পুতিন ও কিমের বন্ধুত্বের বিষয়টি নতুন নয়। সম্প্রতি উত্তর কোরিয়া সফরেও গিয়েছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট। আমেরিকাকে চাপে ফেলতে আরও শক্তিশালীভাবে জোটবদ্ধ হয়েছে মস্কো ও পিয়ংইয়ং। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, উত্তর কোরিয়ায় গিয়ে কিমকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালিয়েছিলেন পুতিন। পড়ে সেই গাড়ি তিনি 'বন্ধু'কে কিমকে উপহার হিসাবে দিয়েছেন। এবার বন্যার সময়ও তাঁর পাশে দাঁড়ানোর বার্তা পুতিনের।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice
e-Tender are invited by the Prodhan Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia. NIET No: WB/NADIA/BETHUADAHARI-I GP/NIET-04/CFC/2024-25. Dated: 02/08/2024. Bid submission closing date: 16/08/2024 at 12 noon (may be very as per availability of slot e-tender site). Technical Bid open: 16/08/2024 after 2 PM. For more details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia.

ANDULBERIA-II GRAM PANCHAYAT
P.O Nazirpur, P.S- Rejinagar, District- Murshidabdad, PIN- 742189
TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: 05/ANDUL-II GP/2024-2025** With Vide Memo No. **183/Andul-II GP/ 2024 -25**, Dated: - **01-08-2024**, The Last date for online submission of tender is **08/08/2024 upto 10.00 A.M.**
For details please visit website: - **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Andulberia-II Gram Panchayat.

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
e-Tenders are being invited from the bidders w.r.t. Tender **ID No. 2024_ZPHD_727855_1 to 2024_ZPHD_727855_3 (Construction of CCR) is dated 03-08-2024.** Last date of tender dropping **12-08-2024 up to 06.00 P.M.** and opening date of the tenders **16-08-2024 at 10.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतिक punjab national bank ...the name you can BANK upon!
জোনাল সস্ত্র সেন্টার দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পব : ৭১৩২১৬, ই-মেল : zodgpsec@pnb.co.in
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : দুর্গাপুর **সিস্টেম ইন্টিগ্রেটর (এসআইএস) হিসেবে তালিকাভুক্ত ওইএম এর অনুমোদিত অংশীদার তালিকাভুক্তি এবং জোনাল অফিস দুর্গাপুর অধীনে ব্যাঙ্কের শাখা/অফিসগুলিতে সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা, চালুকরণ (এসআইটিসি) এবং সিসিটিভি সিস্টেম এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মূল্য নির্ধারণ নিমিত্ত দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল/ফিনান্সিয়াল) টেন্ডার আহ্বান করছে।**
আমাদের ওয়েবসাইটে : www.pnbindia.in এবং https://etender.pnbnet.in. টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিস্তারিত পাওয়া যাবে।
সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন বিষয়ে যেকোনও সংশোধনী/বিশ্লেষণ ব্যাঙ্কের উক্ত ওয়েবসাইটেই কেবল প্রকাশ করা হবে, নিয়মিত দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ই-টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ১৭ আগস্ট ২০২৪ বিকেল ৫ টার মধ্যে।
মেজর এন এস চৌহান (চিফ ম্যানেজার-সিকিউরিটি),
তারিখ : ০৫.০৮.২০২৪ জেডও : দুর্গাপুর

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders & Tender are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:
NIT No.425/MOG-I/24, dated 05-08-2024,
NIT No.426/MOG-I/24, dated 05-08-2024,
NIT No.427/MOG-I/24, dated 05-08-2024,
NIT No.428/MOG-I/24, dated 05-08-2024,
Last Date of Bid Submission: **14-08-2024 up to 11.00 Hrs.**
For details log on **https://wbtenders.gov.in** & For
NIT No.429/MOG-I/24, dated 05-08-2024,
NIT No.430/MOG-I/24, dated 05-08-2024,
Follow the Notice Board of GP Office.
Last Date of Sale of Tender Form: **14-08-2024 up to 14.00 Hrs.**
Last Date of Bid Submission: **16-08-2024 up to 11.00 Hrs.**
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tenders are invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1	Installation of 45 Watt LED Street Light With 7.0 Mtr. Steel Tubular Pole at Different Roads and Places within Beldanga Municipality Area. (Under Green City Mission)	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-03/2024-25	32.12 Lakh	21.08.2024 at 2:00 PM.
2	Supply, Fitting and Fixing of LED Street Light (30, 45 & 60 watt) in Existing Poles at Different Roads and Places within Beldanga Municipality Area. (Under Green City Mission)		35.63 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

দুর্বল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ধরাশায়ী রোহিতরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই ম্যাচ যে টাই হবে, তা কে ভেবেছিল? মাত্র ২৩০ রানের সামনে ধরাশায়ী হয়ে যায় রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া। দেশের হয়ে কোচিং কেরিয়ারের প্রথম ওডিআই ম্যাচ যে এই পরিস্থিতিতে দাঁড় করাবে তা হয়তো চিন্তাতেও ছিল না গম্ভীরের। স্বাভাবিকভাবেই আশা করা গিয়েছিল, দ্বিতীয় ম্যাচে সেই শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে ভারত। কিন্তু এই ম্যাচে জেফ্রে ভান্ডেরসের স্পিন বোলিংয়ে সেই ব্যাটিং ব্যর্থতারই সাক্ষী থাকলেন ক্রিকেটভক্তরা। ৩২ রানে জিতল শ্রীলঙ্কা।

এদিনও টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চরিথ আসালঙ্কা। আগের ম্যাচে বল পরের দিকে নিচু হয়ে এসেছে। স্পিন করেছে। এদিনও ভারতের ব্যাটিংয়ের সময় সেটাই হল। ঠিক যেভাবে প্রথম দিকে সুযোগ পেয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদবরা। ম্যাচের প্রথম বলেই পাথুম নিসঙ্কাকে ফিরিয়ে দেন মহম্মদ সিরাজ। কিন্তু তার পরই দাঁড়িয়েছেন আবিষ্কা ফার্নান্দো ও কুশল মেন্ডিস। দুজনের জুটিতে উঠে যায় ৭৪ রান। সেখান থেকে পর পর ধাক্কা দেন ওয়াশিংটন। দুজনের উইকেট হারানোর পর কেউই ক্রিজে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেননি। দুওভার হাত ঘোরান ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার ইনিংস থামে ২৪০ রানে।

এদিনের ভারতের ব্যাটিং যেন আগের ম্যাচের রিপ্লেই ঘটল। রোহিত যতক্ষণ ব্যাট করছিলেন, ততক্ষণ মনেই হয়নি ভারত ম্যাচ হারতে পারে। যেই বল করতে আসুক না কেন, সব পড়ছিল মাঠের বাইরে। ৪৪ বলে ৬৪ রান করে আউট হন তিনি। ৫টি চারের সঙ্গে ৪টি ছয়ও ছিল তাঁর ইনিংসে। সঙ্গে ভালো ব্যাট করছিলেন শুভমান। কিন্তু তাঁরা দুজন ফিরে যেতেই ধরাশায়ী ভারতীয় ব্যাটিং। এদিনও রান পেলেন না বিরাট কোহলি। শূন্য রানে ফিরে গেলেন শিবম দুবে। একদিকে অক্ষর প্যাটেল কিছুটা চেষ্টা করলেও কারওর সঙ্গ পেলেন না। শ্রেয়স আইয়ার, কেএল রাহুলও দ্রুত আউট হয়ে ফিরে গেলেন। সেখানেই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায় ভারত। ৬ উইকেট নিয়ে ভারতের ব্যাটিংকে চুরমার করে দেন জেফ্রে ভান্ডেরসে।

অলিম্পিকে প্রথম সোনা জোকোভিচের

হারালেন আলকারাজকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক্সে সোনা আর অধরা থাকল না নোভাক জোকোভিচের। রবিবার ফিলিপে শাঁতিয়ের কোর্টে টেনিসের ফাইনালে স্পেনের কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে দিলেন তিনি। সার্বিয়ার খেলোয়াড় জিতেছেন ৭-৬, ৭-৬ গেমে। দু'টি সেটই গড়িয়েছে টাইব্রেকারে। সোনা জিতে স্বদেশি রাফায়েল নাদালকে ছোঁয়া হল না আলকারাজরে। অন্য দিকে, ছ'বারের প্রচেষ্টায় প্রথম বার সোনা জিতলেন জোকোভিচ। স্টেফি গ্রাফ, আন্দ্রে আগাসি, রাফায়েল নাদাল এবং রজার ফেডেরারের পর বিশ্বের পঞ্চম টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে 'গোল্ডেন স্ল্যাম', অর্থাৎ চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামই এক বার করে জেতার পাশাপাশি অলিম্পিক্সে সোনা জিতলেন।

টেনিসের ইতিহাসে ওপেন যুগে সাফল্যের বিচারে সফলতম খেলোয়াড় তিনি। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম রয়েছে। টেনিসে এমন কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম নেই, যা তিনি একাধিক বার জেতেননি। গোটা বিশ্বে কার্যত সব প্রতিযোগিতায় জিতেছেন। অধরা থেকে গিয়েছিল একটা জিনিসই। অলিম্পিক্স সোনা। ৩৭ বছরের জোকোভিচ জানতেন, তাঁর কাছে আর সুযোগ নেই। তাই রোলঁ গারোজে নিজের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়েছিলেন। রবিবার অবশেষে স্বপ্ন সফল। টেনিস বিশেষজ্ঞেরা এ বার যদি তাঁকে সর্বকালের সেরা তকমা দেন, তা হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সোনা জয়ের কাজটা সহজ ছিল না। দ্বিতীয় রাউন্ডেই সামনে পেয়েছিলেন পুরনো শত্রু তথা রোলঁ গারোজের কিংবদন্তিসম রাফায়েল নাদালকে। তবে এই নাদাল অতীতের নাদাল ছিলেন না, যিনি প্যারিসের সুরকির কোর্টে ইচ্ছামতো দাপট দেখাতে পারেন। পাশাপাশি, আগেই অলিম্পিক্সে সোনা থাকায় নাদালের খিদে জোকোভিচের থেকে কিছুটা হলেও কম ছিল। জোকোভিচ সুযোগ কাজে লাগাতে ছাড়েননি। সুরকির কোর্টের রাজাকে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কোয়ার্টার ফাইনালে সামনে পড়েছিলেন গ্রিসের স্টেফানোস চিচিপাস। অতীতে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে জোকোভিচের থেকে দু'টি সেট কেড়ে নিয়েছিলেন চিচিপাস। কিন্তু অলিম্পিক্স সোনা জয়ের লক্ষ্যে বুঁদ থাকা জোকোভিচের সামনে দাঁড়াতে পারেননি।

ফলে জোকোভিচের সামনে ছিল শুধু একটাই বাধা। কার্লোস আলকারাজ। উইম্বলডনের ফাইনালে স্ট্রেট সেটে হারের পর এক মাসও কাটেনি। জোকোভিচের হৃদয়ে ক্ষত যে দগদগে ছিল, তা এ দিন গোটা ম্যাচে তাঁর খেলা দেখেই বোঝা গিয়েছে। হাঁটুর চোটে কাবু হলেও কোনও ম্যাচে ১০০ শতাংশ দিতে ছাড়েননি। সেই চেষ্টা কাজে লেগেছে। অবশেষে পূরণ হয়েছে 'গোল্ডেন স্ল্যাম'-এর স্বপ্নও।

অলিম্পিক্সে সোনা জয়ের খিদে কতটা ছিল, তা ম্যাচের পর বোঝা গিয়েছে। আলকারাজসের শট বাইরে যেতেই র‍্যাকেট ফেলে গ্যালারির দিকে তাকালেন। সঙ্গে মুখে একটানা চিৎকার। কিন্তু অলিম্পিক্সে সোনা জেতার পরেও আগ্রাসন কত ক্ষণই বা ধরে রাখা যায়! জোকোভিচও পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল জল। মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদতে শুরু করলেন বাচ্চাদের মতো। হাতের বুড়ো আঙুল তখন থরথর করে কাঁপছে। বোঝাই যাচ্ছিল ভেতর থেকে কতটা উত্তেজিত। একটু থেমে উঠে দাঁড়ালেন। কোনও রকমে আম্পায়ারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বিপক্ষ আলকারাজকে আলিঙ্গন করে ছুটে গেলেন গ্যালারির একটি নির্দিষ্ট কোণে। ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে আবার শুরু কান্না।

কোর্টে গোটা দৃশ্যটাই প্রত্যক্ষ করছিলেন আলকারাজ। ২০০৮ বেজিং অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছিলেন রাফায়েল নাদাল। দ্বিতীয় স্পেনীয় হিসাবে ইতিহাস গড়ার সুযোগ ছিল আলকারাজরে সামনে। হেরে গিয়ে ইস্পাতকঠিন মানসিকতার আলকারাজকেও চোখে র জল ফেলতে দেখা গেল। তবে সম্ভ্রম ছিল জোকোভিচের প্রতিও। আলকারাজ বুঝতে পারছিলেন, তাঁর কাছে অলিম্পিক্সে সোনা জয়ের জন্য আরও অনেক বছর রয়েছে। কিন্তু কোর্টে তাঁর প্রতিপক্ষ নেমেছিলেন জীবনের শেষ অলিম্পিক্সে। ফলে দিনটা হয়তো তাঁরই ছিল। সেই সমীহ থেকেই হাততালি দিয়ে গোটা গ্যালারির মতো সম্মান জানালেন আলকারাজ।

রবিবার রোলঁ গারোজে ফাইনালের মতোই ফাইনাল হয়েছে। দুই খেলোয়াড়ের কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়েননি। বছরের সেরা পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে আলকারাজঞের বিরুদ্ধে জিততে হয়েছে জোকোভিচকে। দু'টি সেট টাইব্রেকারে যাওয়া থেকেই প্রমাণিত, কতটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। প্রথম সেট গড়ায় ৯৪ মিনিট। প্রথম সেটে জোকোভিচ পাঁচটি এবং আলকারাজ আটটি ব্রেক পয়েন্ট পেয়েছিলেন। কেউই কাজে লাগাতে পারেননি। নিজের সার্ভিসে ০-৪০ পিছিয়ে থেকেও তা ধরে রাখেন আলকারাজ। টাইব্রেকারে ৩-৩ অবস্থা থেকে টানা চারটি পয়েন্ট পেয়ে সেট পকেটে পোরেন জোকোভিচ।

প্রথম সেটের তুলনায় দ্বিতীয় সেটে দুই খেলোয়াড়ের কাছে খুব বেশি সুযোগ আসেনি। তা সত্ত্বেও দু'জনের পারফরম্যান্স দেখে কিছু বোঝা যায়নি। এক মুহূর্তও হাল ছাড়তে রাজি ছিলেন না কেউ। জোকোভিচ গতিতে বৈচিত্র আনছিলেন। আলকারাজরে শটে বৈচিত্র দেখা যাচ্ছিল। টাইব্রেকারে প্রথম সেটের মতো একই দৃশ্য দেখা গেল দ্বিতীয় সেটেও। ২-২ থেকে ৬-২ করে দিলেন জোকোভিচ। ম্যাচ এবং অলিম্পিক্সের অধরা সোনাও তখনই তাঁর পকেটে চলে এল।

লেডেকির ইতিহাস, ইতিহাসে লেডেকি

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'লেডেকি যখন প্রথম অলিম্পিক সোনা জিতেছিল, তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তাম। এই এত বছর পরও ও,ই সেরা। অবিশ্বাস্য।'

কেটি লেডেকিকে নিয়ে করা মন্তব্যটি অ্যারিয়ার্নে টিটমাসের। ২৩ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ান এখন ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে। এরই মধ্যে ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের সোনা গলায় ঝোলানো এই সাঁতারুকে ৮০০ মিটারেও চ্যাম্পিয়ন ধরে নিয়েছিলেন অনেকে। কিন্তু যে পুলে লেডেকি উপস্থিত, সেখানে টিটমাস কোন ছার! কাল মেয়েদের ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে সোনা জিতেছেন ২৭ বছর বয়সী লেডেকি, যিনি এই ইভেন্টের সোনা নিয়ে গেছেন সর্বশেষ তিন অলিম্পিক থেকেও। ০১.২৫ সেকেন্ড পিছিয়ে থেকে রুপা জেতা টিটমাসের মুখে তাই লেডেকির দীর্ঘ রাজত্বেরই গুণগান!

২০১২ লন্ডন অলিম্পিক দিয়ে শুরু করা লেডেকি এবার প্যারিসে এসে আগেই ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে সোনা জিতেছেন। যে জয় তাঁকে অলিম্পিক নারী সাঁতারের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সোনাজয়ীর সিংহাসনে তুলে দেয়। সাঁতারের শীর্ষে উঠে যাওয়ার পর সামনে ছিল অন্য খেলাগুলোকেও চ্যালেঞ্জ জানানো। শনিবার ৮০০ মিটারে সোনা জিতে লেডেকি এখন অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সোনাজয়ী নারী ক্রীড়াবিদ, তাঁর মতো ৯টি সোনা আছে জিমন্যাস্টিক কিংবদন্তি লারিসা লাতিনিনা। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে তিনটি অলিম্পিকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি।

তবে সবচেয়ে সোনাজয়ী নারী অ্যাথলেটের চেয়েও লেডেকির বেশি খুশি অন্য দুটি কারণে। এবার নিয়ে টানা ৪ অলিম্পিকেই ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইলের সোনা তাঁর। এর মধ্যে আবার লন্ডনে জেতা প্রথমটি এবং প্যারিসে জেতা সর্বশেষটি একই তারিখে;৩ আগস্ট। প্যারিসের লা ডিফেন্সে অ্যারেনায় তাই নবম সোনা জয়ের পর উচ্ছ্বসিত লেডেকি বলেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে বড় (অর্জন) টানা চারবারের রেকর্ড। ২০১২ সালের ৩ আগস্ট আমি সোনা জিতেছিলাম। আমি চাইনি এবারের ৩ আগস্ট আমি পেছনে পড়ে থাকি। নিজেকে নিজে তাড়না দিয়েছি। কাজটা ঠিকঠাক হওয়ায় ভালো লাগছে।'

লেডেকি প্যারিসে জিতেছেন চারটি পদক। দুটি সোনা এবং একটি করে রুপা ও ব্রোঞ্জ। টোকিওতেও জিতেছিলেন দুটি সোনা, সঙ্গে দুটি রুপা। আর ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকে তো রেকর্ড চার সোনাই জিতেছিলেন। সব মিলিয়ে অলিম্পিকে লেডেকির পদক এখন ১৪টি। গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের ইতিহাসে এর চেয়ে বেশি পদক জয়ের কীর্তি আছে মাত্র তিনজনের।

একজন তাতিয়ানা, যিনি ৯ সোনাসহ জিতেছিলেন ১৮ পদক। আরেকজন মাইকেল ফেল্প্স, যাকে ছোঁয়া রীতিমতো অসম্ভব (২৩ সোনাসহ ২৮টি)। লেডেকির সামনে এখন শুধুই নিকোলাই আন্দ্রিয়ানভ। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের এই জিমন্যাস্টের পদক ১৫টি। এবারের প্যারিসে তাঁর আর কোনো ইভেন্ট নেই। আন্দ্রিয়ানভের তৃতীয় স্থানও আপাতত অক্ষতই।

তবে লেডেকি যদি পরের অলিম্পিকে আবার ফেরেন? ২০২৮ অলিম্পিক হবে লেডেকির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে। তত দিনে তাঁর বয়স হবে ৩১, অন্তত দূরপাল্লার সাঁতারে তো অংশ নিতেই পারবেন। লেডেকিও সে আশাবাদই শুনিয়েছেন প্যারিসে নিজের শেষ দিনে, 'জানি সহজ হবে না, তবু পরের আসরে আমি খেলতে চাই। বছর ধরে ধরে এগোব। আমার মধ্যে যতক্ষণ কিছু অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণই চেষ্টা করব।'

লেডেকি যদি লস অ্যাঞ্জেলেসে অংশ না,ও নেন, তবু পুল তাঁকে রানি হিসেবেই স্মরণ করবে বলে মনে করেন ২০০৪ অলিম্পিকে গ্রেট ব্রিটেনের হয়ে ব্রোঞ্জ জেতা স্টিভ প্যারি, 'নিঃসন্দেহে লেডেকিই পুলের রানি। টানা ১৩ বছর ধরে দূরপাল্লার ইভেন্টে কাউকে এমন দাপুটে খেলতে দেখাটাই দুর্দান্ত ব্যাপার।'

ইয়ামালকে পা মাটিতে রাখতে বললেন টের স্টেগেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবল দুনিয়ায় আগামী দিনের তারকা হিসেবে যাঁদের নাম উচ্চারিত হচ্ছে, লামিনে ইয়ামাল তাঁদের একজন। স্পেনের ইউরো, জয়ের অন্যতম এ নায়ক বল পায়ে রীতিমতো জাদু দেখিয়ে চলেছেন। ইউরোর সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছেন।

ইয়ামালকে নিয়ে এবার কথা বলেছেন তাঁর ক্লাব বার্সেলোনার সতীর্থ ও অভিজ্ঞ গোলকিপার মার্ক, আন্দ্রে টের স্টেগেন। ইয়ামালের খেলা নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করলেও বলেছেন তাঁকে পা মাটিতে রাখতে।

ইয়ামালের ক্যারিয়ার কেবল শুরু হলেও টের স্টেগেন মনে করেন, অনেক দূর যাওয়ার ক্ষমতা আছে তাঁর। বার্সার এই উইঙ্গারকে নিয়ে স্টেগেন বলেছেন, 'সে মাত্রই তার ক্যারিয়ার শুরু করল। এর মধ্যে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মতো শিরোপা জিতেছে, যা সে কখনো ভুলতে পারবে না। আমি আশা করি, সে আরও অনেক বেশি শিরোপা জিতবে। আমি চাই প্রতিবছর তার শিরোপা জেতার আকাঙ্ক্ষা অটুট থাকুক।' ইয়ামালের মধ্যে দারুণ সম্ভাবনা দেখলেও, তাঁকে পা মাটিতে রেখে খেলা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন স্টেগেন, 'সে এখনই দুর্দান্ত অবস্থায় আছে। আমি আশা করছি, সে আরও ভালো করবে। ক্যারিয়ার মাত্রই শুরু হলো। সামনে আরও অনেকগুলো বছর পড়ে আছে। তাকে মাটিতে পা রাখতে হবে।' এ সময় টের স্টেগেন বার্সার নতুন কোচ হানসি ফ্লিককেও নিয়েও কথা বলেছেন, 'শারীরিক দিক থেকে তাঁর কাজ করার ধরন দারুণ। তিনি হাই প্রেস করে খেলাতে চান। তাঁর দল পরিচালনা করার কৌশল দারুণ এবং তিনি সব সময় সবার মনোযোগ প্রত্যাশা করেন, সবাইকে শারীরিকভাবে তৎপর দেখতে চান।'

অলিম্পিকে হকির শেষ চারে উঠে সতীর্থের লাল কার্ডকে ধন্যবাদ শ্রীজেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের জয়ের নায়ক তিনি। তাঁর কাছেই পরাস্ত হতে হয়েছে গ্রেট ব্রিটেনকে। অলিম্পিক্সে পুরুষদের হকির সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত। শুট আউটে জয়ের নায়ক পিআর শ্রীজেশ জানিয়েছেন, এই ম্যাচকেই শেষ ম্যাচ ভেবে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সেমিফাইনালে উঠে সোনা জেতার খিদে আরও বেড়ে গিয়েছে তাঁর।

ম্যাচ জিতে শ্রীজেশ বলেন, যখন আমি মাঠে নেমেছিলাম, ভেবেছিলাম এটাই আমার শেষ ম্যাচ। তবে শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। আরও দুটো ম্যাচ অন্তত খেলতে পারব। চলতি অলিম্পিক্সের আগে শ্রীজেশ জানিয়েছিলেন, এটাই তাঁর শেষ অলিম্পিক্স। তাই সোনা জেতার শেষ সুযোগ তাঁর কাছে। সেই সুযোগ এখনও রয়েছে।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারের চার মিনিটের মাথায় সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় ভারতের সেরা ডিফেন্ডার অমিত রুইদাসকে। ফলে ৪১ মিনিট দশ জনে খেলতে হয় ভারতকে। অমিতের লাল কার্ড তাঁদের জেদ বাড়িয়ে গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন শ্রীজেশ। অমিতকে 'ধন্যবাদ' জানিয়েছেন তিনি।

সেমিফাইনালে হারলেও আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্য, ভুল শুধরে পদক জিততে চান

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক্সে পুরুষদের সিঙ্গলস ব্যাডমিন্টনের সেমিফাইনালে হেরে গেলেন লক্ষ্য সেন। রবিবার নিশ্চিত করতে পারলেন না পদক। তবে সুযোগ এখনও আছে। সোমবার ব্রোঞ্জ পদক জেতার সুযোগ রয়েছে তাঁর সামনে। সেমিফাইনালে ভাল লড়াই করেও হেরে গিয়েছেন ডেনমার্কের ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনের কাছে। দু'টি গেমেই কাজে লাগাতে পারেননি এগিয়ে থাকার সুযোগ।

লক্ষ্য হতাশ হলেও আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছেন না। ব্রোঞ্জ পদক ম্যাচের দিকে তাকিয়ে তিনি। রবিবার ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, ''এই সেমিফাইনাল ম্যাচ মনে রাখতে চাই না। প্রতিযোগিতায় আগের ম্যাচগুলিও মনে রাখতে চাই না। আমার সামনে এখন একটাই ম্যাচ। সোমবারের ম্যাচটা জিততে চাই। এখন এটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'' তিনি আরও বলেছেন, ''সোমবারের ম্যাচের জন্য আমি প্রস্তুত। কালকের ম্যাচেও নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করব। সেমিফাইনাল থেকে অনেক কিছু শিখেছি। পরের ম্যাচে সেগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।''

লক্ষ্য মেনে নিয়েছেন অ্যাক্সেলসেনের মতো খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে তাঁর আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। তিনি বলেছেন, ''সেমিফাইনালটা খুব কঠিন ছিল। আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল আমার। প্রথম গেম হেরে যাওয়া ঠিক হয়নি। তা হলে ম্যাচটা তৃতীয় গেমে নিয়ে যাওয়া যেত। হয়তো জেতার সুযোগ পেতে পারতাম। দ্বিতীয় গেমটাও ভাল শুরু করেছিলাম। কিন্তু এগিয়ে থাকার সুবিধা ধরে রাখতে পারিনি। অ্যাক্সেলসেন সত্যিই খুব ভাল খেলেছে। পয়েন্ট পাওয়া খুব কঠিন হচ্ছিল।'' তিনি আরও বলেছেন, ''খেলা যত এগিয়েছে, অ্যাক্সেলসেন আক্রমণের ঝাঁঝ তত বৃদ্ধি করেছে। আমি রক্ষণাত্মক হলেও আক্রমণাত্মক খেলা চালিয়ে গিয়েছে। মনে হয়, সেই সময় আমারও পাল্টা আগ্রাসী হওয়া উচিত ছিল। তা হলে হয়তো অন্য রকম হতে পারত।''

প্যারিসে রয়েছেন লক্ষ্যর বাবা-মাও। খেলা এবং অনুশীলনের ফাঁকে সময়, সুযোগ পেলে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করছেন। মায়ের রান্না করা খাবারও খাচ্ছেন দুপুরে এবং রাতে। শনিবার তাঁর বাবা-মা এসেছিলেন সেমিফাইনালের লড়াই দেখতে। তা নিয়ে লক্ষ্য বলেছেন, ''বাবা-মা দর্শকাসনে ছিলেন। প্রায় প্রতি দিন আমাকে দুপুর এবং রাতের খাবার পাঠাচ্ছেন বাবা-মা। যে দিন যেমন পারছেন, তেমন করে দিচ্ছেন। সব সময় ওদের পাশে পাই। বাবা, মায়ের সঙ্গে আমার ভাইও এখানে এসেছে। সবাই পাশে থাকলে সাহস পাওয়া যায়। দর্শকেরাও আমাকে সমর্থন করেছেন। আশা করব সোমবারও এমন সমর্থন পাব।''

ভারতের প্রথম পুরুষ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসাবে অলিম্পিক্সে সিঙ্গলস সেমিফাইনালে উঠেছিলেন লক্ষ্য। সোমবার পদক জিতলে নতুন ইতিহাস তৈরি করবেন ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। সোমবার তাঁর প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়ার লি জি জিয়া।

স্বপ্ন পূরণের পর মৃত বাবাকে সোনার পদক উৎসর্গ আলফ্রেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শা'কারি রিচার্ডসন, নাকি শেলি-অ্যান ফ্রেজার-প্রাইস, এবারের অলিম্পিকে ১০০ মিটার স্প্রিন্টের সোনার পদক উঠবে কার গলায়;প্রশ্নটা ছিল এ রকমই। ফ্রেজার-প্রাইস সেমিফাইনালে দৌড়াননি, তাই ফেবারিটের তকমাটা ছিল রিচার্ডসনের পিঠেই। কিন্তু সবাইকে অবাক করে যুক্তরাষ্ট্রের স্প্রিন্টার রিচার্ডসনকে পেছনে ফেলে মেয়েদের ১০০ মিটারের সোনার পদক গলায় ঝুলিয়েছেন সেন্ট লুসিয়ার মেয়ে জুলিয়েন আলফ্রেড।

স্তাদ দু ফ্রান্সে বৃষ্টিভেজা ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সবাইকে ১০.৭২ সেকেন্ড সময় নিয়ে অলিম্পিকের দ্রুততম মানবী হয়েছেন আলফ্রেড। অলিম্পিক ইতিহাসে সেন্ট লুসিয়ার এটাই প্রথম পদক। ১০.৮৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের শা'কারি রিচার্ডসন। ১০.৯২ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন আরেক মার্কিন স্প্রিন্টার মেলিসা জেফারসন।

সেন্ট লুসিয়াকে প্রথম সোনার পদক এনে দেওয়ার পর হুংকারে উদ্যাপন করেন আলফ্রেড। এরপর ফেলেন চোখের জল। তাঁর চোখের জলটা যে ১১ বছর আগে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে না,ফেরার দেশে পাড়ি জমানো বাবার জন্য, সেটা বলেছেন পরে। সোনার পদকটি তিনি মৃত বাবাকেই উৎসর্গ করেছেন, 'এটা মূলত ঈশ্বর, আমার কোচ এবং সর্বশেষ আমার বাবার জন্য। যিনি বিশ্বাস করতেন, আমি পারব।'

আলফ্রেড এরপর যোগ করেন, 'তিনি (বাবা) ২০১৩ সালে চলে গেছেন এবং তিনি আমাকে আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় মঞ্চে দেখতে পারবেন না। কিন্তু তিনি সব সময়ই তাঁর মেয়ের অলিম্পিয়ান হওয়ার জন্য অহংকার বোধ করবেন।'

একদিন এমন সোনালি সাফল্যে যে ভাসবেন, সেই স্বপ্ন অনেক আগেই দেখেছিলেন আলফ্রেড। অলিম্পিকের সোনার পদক গলায় ঝুলিয়ে সেই স্বপ্নের কথাই বললেন তিনি, 'সব সময়ই বলে এসেছি, আমি সেন্ট লুসিয়ার প্রথম অলিম্পিক পদকজয়ীদের একজন হতে চাই। এখন আমি অলিম্পিক গেমসে (সেন্ট লুসিয়ার) প্রথম সোনার পদকজয়ী।'

এমন সাফল্যের পেছনে যে নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অবদানই বেশি ছিল, সেটাও জানালেন আলফ্রেড, 'আমি জেগে উঠেছি এবং লিখে রেখেছি, তজুলিয়েন আলফ্রেড, অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। তাই আমি মনে করি, নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

অনেকের কাছেই ১০০ মিটার স্প্রিন্টে আলফ্রেডের অলিম্পিক সোনা জয় বিস্ময়ের। নেটফ্লিক্সের তথ্যচিত্র 'স্প্রিন্ট'-এ তাঁর উপস্থিতি নেই। গতকালের আগে পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে মাতামাতি ছিল না সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও। তবে এই সাফল্যের পথরেখা আলফ্রেড তৈরি করেছেন পরিকল্পনা করেই।

ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসে পড়ার সময় থেকেই নিজেকে তৈরি করতে থাকেন আলফ্রেড। টেক্সাসে তিনি ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে বাওয়ারম্যান ট্রফি জিতেছেন, যেটা কিনা কলেজ ফুটবলের মর্যাদাপূর্ণ হেইসম্যান ট্রফির তুল্য। টেক্সাসে পড়ার সময় বেশ কিছু কলেজিয়েট রেকর্ড গড়েন আলফ্রেড, সেখানে তাঁর শেষ বছরে পাঁচটি এনসিএএ (ন্যাশনাল কলেজিয়েট অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন) শিরোপা জেতেন।

ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস থেকে গত বছর গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার পরপরই তিনি স্পনসর হিসেবে পিউমাকে পাশে পান। গত বছর তিনি বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে হয়েছেন পঞ্চম আর এ বছর ইনডোর চ্যাম্পিয়নশিপের ৬০ মিটারে জিতেছেন সোনার পদক। এরই ধারাবাহিকতায় এল অলিম্পিকের সোনা।

অলিম্পিকে কাল সেমিফাইনালের আগে অবশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উঠেছিল ফ্রেজার-প্রাইস ঝড়। সেমিফাইনালের ঘণ্টা কয়েক আগে এক্সে একটি ভিডিও বের হয়, যেখানে আটটি অলিম্পিক পদকজয়ী ফ্রেজার-প্রাইসকে স্টেডিয়ামের মূল ফটক দিয়ে ঢুকতে না পারার জন্য হতাশা প্রকাশ করতে দেখা যায়। তিনি শাটল বাসে স্টেডিয়ামে যাননি বলেই এমনটা হয়েছে। পরে অবশ্য সেমিফাইনালেই অংশ নেননি ফ্রেজার-প্রাইস। রিচার্ডসনের সঙ্গেও এমনটা হয়েছে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানা গেছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**